পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

চিকিৎসা
সিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
কা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 177 Friday, 29 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৭৭ সংখ্যা ✱ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শুক্রবার, ২৯ মে ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বেরতেই পৌষ মাস শুরু হয়ে গেল এঁদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মেঃ অপেক্ষার অবসান। রাজ্যে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা যোজনা। রাজ্যের মহিলারা মাসে তিন হাজার টাকা করে আর্থিক ভাতা পাবেন। গতকাল, বুধবারই প্রকাশিত হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ফর্ম। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য সকলকেই ১২ পাতার ফর্ম পূরণ করতে হবে। এরপরই হিড়িক পড়ে গিয়েছে ফর্ম পূরণের। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন, তারাও অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাবেন। নতুন আবেদনকারীরাও সুবিধা পাবেন অন্নপূর্ণা যোজনার। তবে সকলকেই এর জন্য পূরণ করতে হবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম। অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বেরতেই তা ডাউনলোড করার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। সেই ফর্ম নিয়ে চলছে জেরক্স। এতে মালামাল হয়ে যাচ্ছেন জেরক্স ও প্রিন্ট আউট করানোর দোকানের মালিকরা। এমনিতেই এখন প্রতি পাতা জেরক্স করাতে এক টাকা এবং প্রিন্ট আউট করাতে তিন থেকে পাঁচ টাকা করে নেওয়া হয়। ১২ পাতা জেরক্স করাতে বা প্রিন্ট আউট করাতে খরচ হচ্ছে অনেকটাই। অন্তত ১২ টাকা থেকে ৬০ টাকা খরচ হচ্ছে। আবার অনেকের পরিবারে একাধিক মহিলা সদস্য রয়েছেন, তারা আগে লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন। তারা সবাই এবার অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করবেন। ফলে গড়ে খরচটা ১০০-২০০

টাকা পার করে যাচ্ছে। অন্নপূর্ণা যোজনার ঘোষণা হওয়ার পর থেকে খুশি জেরক্স-প্রিন্ট আউট দোকানের মালিকরা। দোকানদাররা বলছেন, আজ সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড়। সবাই অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম নিতে আসছেন। ফর্ম পূরণে যদি ভুল হয়ে যায়, এই ভয়ে অনেকেই আবার ফর্মের দুটো কপি করাচ্ছেন। ফলে ব্যবসাটা ভালোই হচ্ছে। আগামী এক মাস অন্তত এমনই ভিড় থাকবে বলেই আশা করছেন দোকানদাররা। বাকি সময়ে এই দোকানগুলিতে খুব একটা বেশি ব্যবসা হয় না। স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারাই মূলত আসে জেরক্স করাতে। তা থেকেই আয় হয়। তবে এই ধরনের সরকারি প্রকল্পের যখনই ঘোষণা হয়, তখন সবাই ভিড় করেন ফর্ম জেরক্স বা প্রিন্ট করাতে। এর আগে যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পের জন্যও জেরক্স-প্রিন্ট করাতে আসতেন সবাই। এখন অন্নপূর্ণার দৌলতে লক্ষ্মী লাভ হচ্ছে। টাকা ঢুকছে ক্যাশবাক্সে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল একাধিক মিম, যেখানে দেখা যাচ্ছে জেরক্স ও প্রিন্ট আউট দোকানের মালিকরা টাকার পাহাড়ের উপরে বসে আছেন।

কল্যাণের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি কাকলির

হাউসে ওঁর উপস্থিতিই নেই, কটূক্তি করব কখন?

নারদার খোঁটা দিয়ে কাকলির সাংসদ পদ খারিজের দাবি কল্যাণের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ মেঃ তৃণমূল ছিন্নমূল হতেই একের পর এক জনপ্রতিনিধির পদত্যাগ, প্রকাশ্যে শীর্ষ নেতৃত্বের নীতি নিয়ে সমলোচনা এবং দুই প্রবীণ সাংসদের চরম কাজিয়ায় রাজ্য রাজনীতি এখন তোলপাড়। একদিকে বোরো চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ, অন্যদিকে পুরসভার

অ্যাকাউন্টস কমিটি থেকে পদত্যাগের পর এবার দলের মুখপাত্রের পদ ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন আর এক কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। এই জোড়া ইস্তফার পরই দলের একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সুশান্ত ঘোষ এবং অরূপ চক্রবর্তীর ইস্তফার পর তাঁদের তীব্র আক্রমণ করতে গিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোটকুশলী সংস্থা 'আইপ্যাক'-কে নজিরবিহীনভাবে কাঠগড়ায় তুলেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ''সব ২০১১-র পর থেকে বড় বড় নেতা বনেছে। আর এদের বড় নেতা করার জন্য অভিষেকই দায়ী। মুখপাত্র হয়ে গিয়েছে, জেলায় জেলায় ঘুরে স্রেফ বক্তৃতা দিয়ে চলে এসেছে। আরে জেলায় গেলে তো জেলার সাংগঠনিক দিকটা দেখতে হবে! আমাদের দলের অবজার্ভার (পর্যবেক্ষক) প্রথা তুলে দিয়ে, এই আইপ্যাক নিয়ে এসে দলটা আজ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল।'' দলের ভেতরের এই সংঘাত শুধু পুর-স্তরেই সীমাবদ্ধ নেই, জল গড়িয়েছে দিল্লির সংসদ ভবন পর্যন্ত। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও দুর্নীতির অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পর এবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি ও সংসদীয় পদক্ষেপের পথে হাঁটলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। কল্যাণের বিরুদ্ধে লোকসভার ভেতরেই অভিযোগ জানানোর অনুমতি চেয়ে স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ভোটের পর কালীঘাটের পর্যালোচনা বৈঠকে লোকসভার মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদ থেকে কাকলিকে সরিয়ে দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বদলে সেই দায়িত্ব ফের ফিরিয়ে দেওয়া হয় কল্যাণের কাঁধে। এই সিদ্ধান্তের পরেই ক্ষুব্ধ কাকলি বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ-সহ দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে স্পিকারকে দেওয়া চিঠিতে কাকলি লিখেছেন- লোকসভার ভেতরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার তাঁকে কটূক্তি করেছেন। এই ধরনের নারীবিদ্বেষী আচরণ হাউসের বহু মহিলা সদস্যের প্রতিই করা হয়েছে এবং এর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই চিঠির কথা জানতে পেরে পাল্টা আক্রমণ শানাতে বিন্দুমাত্র দেরি করেননি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরোনো 'নারদাকাণ্ড' টেনে বারাসতের সাংসদকে তীব্র বিঁধে কল্যাণ বলেন, ''উনি চিফ হুইপ থেকে সরিয়ে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন বলে ওঁর রাগ প্রচুর হয়ে গিয়েছে। আর ওকে বলব কখন? হাউসে ওঁর অ্যাটেনড্যান্স (উপস্থিতি) এত কম, কোথায় কাকে বলব? উনি তো হাউসেই থাকতেন না! এই নারদাতে উনি ৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন, সিবিআই চার্জশিট ফাইল করে স্পিকারের কাছে ওঁর বিরুদ্ধে স্যাংশন (মামলা শুরুর অনুমতি) চেয়েছিল। আমি এবার স্পিকারকে চিঠি লিখব- আপনি কেন ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? উনি কেন প্রিভিলেজ-ক্লাসে পড়বেন?''

'ভাল সবজি কিনতে গেলেও তো টিপে টিপে দেখতে হয়'

দরজা কি খোলা? কী বলছেন শমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মেঃ ৪ মে-র পর বাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানা রাজনৈতিক জল্পনা ঘুরছে। তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী যেভাবে পরপর দলীয় পদ ছাড়ছেন, তাতে দলবদলের জল্পনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ কেউ। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিজেপি কি দরজা খোলা রেখেছে? তৃণমূল নেতাদের জায়গা দেবে তারা? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'বিজেপির দরজা বন্ধ।' এরই মধ্যে যে 'ভালো তৃণমূলি'র কথা বলেছিলেন শমিক, তার কী হল? এই প্রশ্নের উত্তরে শমিক বলেন, ''আমি বলেছিলাম ভালো তৃণমূলের কথা। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই।'' যে কর্মী তৃণমূলের থেকে একটু আলাদা, মানুষ যাঁদের চেনে, তাঁদের কথাই বললেন শমিক। তবে তাঁদের যে দলে নেওয়া হবে, তা বলছেন না তিনি। তাঁর দাবি, এমন কোনও কর্মী যদি নিজেকে বদলে ফেলে রাজনীতিতে

প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে চান, তাহলে দল (বিজেপি) সিদ্ধান্ত নেবে। সম্প্রতি কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অরূপ চক্রবর্তী, সুশান্ত ঘোষের মতো নেতারা দলীয় পদে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জল্পনা বাড়ছে। সেই প্রসঙ্গে শমিক বলেন, ''বিজেপির ওই নেতাদের প্রয়োজন নেই, তৃণমূলের কিছু নেতার বিজেপিকে প্রয়োজন আছে। ওরা নতুন তৃণমূল গড়ুন। বিজেপির দরজা খোলা হবে না।'' তবে এর মধ্যে থেকেও কাউকে বাছা হবে কি না, সেই প্রশ্ন শমীক বলেন, ''বাজারে সবজি করতে গেলেও তো টিপে টিপে দেখতে হয়।''

গো-সেবা থেকে যজ্ঞ

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মায়াপুর ইসকনে প্রথমবার শুভেন্দু

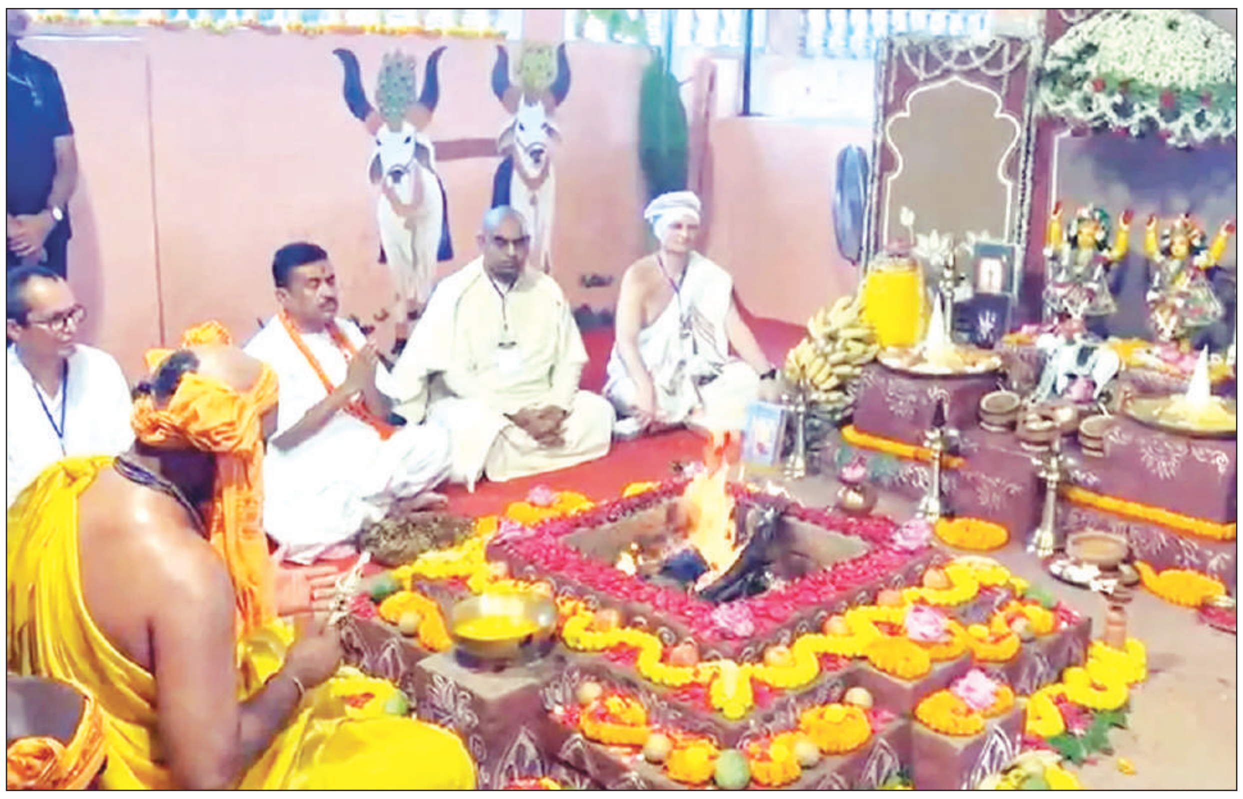

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২৮ মেঃ গত মঙ্গলবার নদিয়া জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার ব্যবধানে বৃহস্পতিবার ফের জেলা সফরে এলেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে এবারের সফরটি কোনও প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য নয়, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই প্রথমবার তিনি পা রাখলেন মায়াপুর ইসকন মন্দিরে। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার মুখে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে মায়াপুরে এসেছিলেন শুভেন্দু নিজেও। ফলে সেই স্মৃতির রেশ টেনে তাঁর এবারের এই একক সফর নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ খোঁজার চেষ্টা চলছে। আপাতদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক এই সফরের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ইসকন সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কৌতূহল ছিল শুরু থেকেই। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এর আগেই তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠ দর্শনে গিয়েছিলেন। গত ২১ মে বেলুড়ে গিয়ে মঠের প্রবীণ মহারাজদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। সে সময় বেলুড় মঠের তরফে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বামী বিবেকানন্দের বই এবং ফুলের তোড়া দিয়ে আন্তরিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। বেলুড় মঠের পর এবার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মায়াপুর সফর স্বাভাবিকভাবেই গোটা রাজ্যের মানুষের মধ্যে তুমুল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ইসকন কর্তৃপক্ষের বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এদিন বৃহস্পতিবার সাতসকালে মায়াপুরের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড ময়দান থেকে বিশেষ হেলিকপ্টারে চড়ে তিনি সোজা চলে যান নদিয়ায়। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সকাল ১১টা, মায়াপুরের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার। সেখানে অপেক্ষারত দেশি-বিদেশি সাধুসন্তদের সঙ্গে হাত জোড় করে সৌজন্য বিনিময় সারেন তিনি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোজা পৌঁছে যান ইসকনের গোশালায়। ওই গোশালায় আরতি ও সেবা করার পাশাপাশি নিজের হাতে তাঁদের খাওয়ান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গোশালার এই পর্বের পর তিনি যান মায়াপুরের মূল আকর্ষণ তথা বিশ্বের অন্যতম বৃহ ধর্মীয় কেন্দ্র চন্দ্রোদয় মন্দির। সেখানে বিগ্রহ দর্শনের পাশাপাশি শ্রী শ্রী রাধামাধবের চরণে বিশেষ পুজো দেন তিনি। একই সঙ্গে মন্দিরের মঙ্গল কামনায় আয়োজিত একটি বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানেও পূর্ণাহুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজো ও যজ্ঞ শেষ করে ইসকন মন্দিরের শীর্ষস্থানীয় সাধুসন্ত ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও বসেন তিনি। স্বভাবতই, মুখ্যমন্ত্রীর এই মায়াপুর সফরকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গোটা মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল এককথায় নিশ্ছিদ্র ও চোখে পড়ার মতো। মুখ্যমন্ত্রী ইসকনে পা রাখার অনেক আগে থেকেই সেখানে ভক্ত ও আবাসিকদের মধ্যে এক উৎসবের মেজাজ তৈরি হয়েছিল। প্রথা মেনে খোল-করতাল ও সুমধুর হরেকৃষ্ণ কীর্তনের তালে তালে এবং পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে মায়াপুরে স্বাগত জানান ইসকন কর্তৃপক্ষ।

সত্যি সত্যি 'বিশ্ব বাংলা' বানাতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ মেঃ বাংলায় পালাবদল হতেই মিলছে একের পর এক উপহার। এবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান দেশের অন্য কোথাও নয়, পালিত হবে কলকাতাতে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ নেবেন এই অনুষ্ঠানে। কোথায় হবে এই অনুষ্ঠান? আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। প্রতি বছরই দেশজুড়ে যোগ দিবস পালিত হয়। দেশের কোনও একটি প্রান্তে যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আয়ুষ মন্ত্রক সূত্রে খবর, এবারের যোগ দিবসে কলকাতার রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান হতে পারে। এখনও জায়গা চূড়ান্ত হয়নি। তবে এই বিষয় নিয়ে বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকতে পারেন এই অনুষ্ঠানে।

ভদ্রেশ্বর পুরসভায় বড়সড় ভাঙন, হারের দায় নিয়ে চেয়ারম্যান-সহ ৮ তৃণমূল কাউন্সিলরের ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভদ্রেশ্বর, ২৮ মেঃ হুগলির ভদ্রেশ্বর পুরসভাতেও বড় ধাক্কা খেল তৃণমূল। চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী-সহ মোট আট জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেন। বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর এই ইস্তফাকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা। চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তীর দাবি, মানুষের রায়কে সম্মান জানিয়েই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। পাশাপাশি চন্দননগর বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয়ের দায়ও নিজের কাঁধে নিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভদ্রেশ্বর পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রলয়। পরে জানা যায়, আরও কয়েক জন তৃণমূল কাউন্সিলরও ইস্তফা দিয়েছেন। সব মিলিয়ে পুরসভার আট জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। ভদ্রেশ্বর পুরসভায় মোট ২২টি ওয়ার্ড রয়েছে। গত পুর নির্বাচনে তার মধ্যে ২০টিতেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল। একটি আসনে বিজেপি এবং অন্যটিতে নির্দল প্রার্থী জিতলেও পরে তাঁরাও তৃণমূলে যোগ দেন। ফলে কার্যত বিরোধীশূন্য পুরবোর্ডই চলছিল এত দিন। কিন্তু সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ছবিটা বদলে যায়। পুরসভার অন্তত ১৪টি ওয়ার্ডে পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল। চন্দননগর কেন্দ্রে দলের প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন প্রায় ১৩ হাজার ভোটে হেরে যান। এই ফলাফলের পরই নৈতিক দায় স্বীকার করে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রলয়। তাঁর কথায়, মানুষ যখন সমর্থন করেছিল, তখন কাজ করেছি। এখন মানুষ অন্যদের সমর্থন করছে। তাই তাঁদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, দল তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়নি। বিজেপি বা চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহর তরফ থেকেও কোনও চাপ ছিল না বলেই দাবি করেছেন তিনি। প্রলয়ের কথায়, এখানে কেউ ভয় দেখানোর পরিবেশ তৈরি করেনি। ভবিষ্যতেও হবে না। অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরমহলের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক অনুদান এবং উন্নয়নমূলক কাজ চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতে অনেক কাউন্সিলরই আর দায়িত্বে থাকতে চাইছিলেন না। তবে বিজেপির একাংশ ভিন্ন দাবি তুলেছে। তাঁদের অভিযোগ, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নাম জড়ানোর আশঙ্কা থেকেই পদত্যাগ করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলররা। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রলয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ''আমার পরিবারের কেউ বা দূরসম্পর্কের কোনও আত্মীয়ও পুরসভায় চাকরি করেন না।'' পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, যেসব নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তার অনেকটাই তাঁর চেয়ারম্যান হওয়ার আগের সময়ের। তবে আট জন কাউন্সিলরের পদত্যাগের পরেও আপাতত ভদ্রেশ্বর পুরবোর্ড ভাঙার আশঙ্কা নেই বলেই জানা যাচ্ছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খানের নেতৃত্বেই আপাতত বোর্ড চলবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা শুধু ভদ্রেশ্বরেই সীমাবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষ সামনে এসেছে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভাতেও দুর্নীতি এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অভিযোগ তুলে একাধিক কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন। সেখানে বিদ্রোহী কাউন্সিলররা সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথাকথিত 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'-কেও নিশানা করেছেন। সব মিলিয়ে পুর প্রশাসনে তৃণমূলের অন্দরের অস্বস্তি এখন ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়লেও দিল্লি নয়! কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের রাজ্যসভার প্রস্তাব ফেরালেন সিদ্দারামাইয়া

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২৮ মেঃ কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন সিদ্দারামাইয়া। জানিয়ে দিলেন, জাতীয় রাজনীতিতে অর্থাৎ দিল্লিতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। বরং কর্নাটকের রাজনীতিতেই সক্রিয় থাকতে চান বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন সিদ্দারামাইয়া। তাঁর জায়গায় উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারকে সামনে আনার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। সকালেই মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান সিদ্দারামাইয়া। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডি কে শিবকুমারও। সেখানে সিদ্দারামাইয়া বলেন, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ডি কে শিবকুমারকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছে এবং তিনি সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। তবে দিনের শেষে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বার্তা আসে তাঁর রাজ্যসভা প্রসঙ্গে মন্তব্য ঘিরে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্দারামাইয়া স্পষ্ট বলেন, ''দল আমাকে রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু আমি না বলে

দিয়েছি। জাতীয় রাজনীতিতে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি রাজ্যের সক্রিয় রাজনীতিতেই থাকব।''রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অবস্থান কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। কারণ দলীয় সূত্রে খবর ছিল, নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিনিময়ে সিদ্দারামাইয়াকে কেন্দ্রীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং রাজ্যসভার আসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাজ্য রাজনীতিতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। গত এক বছর ধরে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে টানাপড়েন চলছিল। ডি কে শিবকুমারের অনুগামীরা বারবার নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি তুললেও সিদ্দারামাইয়া নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তামিলনাড়ুর নির্বাচনকে সামনে রেখে তখন ঝুঁকি নিতে চায়নি কংগ্রেস নেতৃত্ব। কারণ কর্নাটকে সিদ্দারামাইয়ার আহিন্দা ভোটব্যাঙ্ক দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছিল। তবে এখন পরিস্থিতি বদলেছে। তামিলনাড়ু এবং কেরলের রাজনৈতিক সমীকরণ আপাতত নিজেদের অনুকূলে রয়েছে বলেই মনে করছে কংগ্রেস। ফলে কর্নাটকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথে এগোয় দল। দলীয় সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার দিল্লিতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে প্রায় ৩৫ মিনিটের একান্ত বৈঠকেই সিদ্দারামাইয়ার কাছে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে যায়। তাঁকে কর্নাটকের গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছিল। একই সঙ্গে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে কর্নাটকের তিনটি আসনের একটিতে তাঁকে পাঠানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধি সিদ্দারামাইয়াকে জানিয়েছিলেন, এখন থেকে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ২০২৮ সালের কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতিতে যাওয়ার পথ বেছে নিলেন না প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা। এখন নজর কর্নাটকের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের দিকে। ডি কে শিবকুমারের নেতৃত্বে সরকার কী ভাবে এগোয় এবং সিদ্দারামাইয়া রাজ্যের রাজনীতিতে ঠিক কী ভূমিকা নেন, তা নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

নয়নার বাড়িতে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ মেঃ বৃহস্পতিবার ইদের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ির বাইরে ছিলেন তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই এদিন নয়নার বাড়িতে হাজির হল সিআইডি। সদ্য নির্বাচনে জয়ী হয়ে চৌরঙ্গীর বিধায়ক হয়েছেন তিনি। বিধানসভায় শপথ গ্রহণও করেছেন। এবার বিধানসভার প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির অভিযোগের ভিত্তিতে নয়নার বাড়িতে পৌঁছল সিআইডি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে 'হ্যান্ডরইটি এক্সপার্ট'কে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সিআইডি-র আধিকারিকরা। নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না। ভিডিয়ো কলে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

ঈদ-উল-আজহা ভক্তি-ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার প্রতীক ঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ মে ঃ ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি জানান, ভক্তি-ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার প্রতীক হলো এই উৎসব। সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রসারের জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।বৃহস্পতিবার সকালে এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, ঈদ-উল-আজহা উৎসব ভক্তি-ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার প্রতীক। এই উৎসব নাগরিকদের মানব সেবায় অনুপ্রাণিত করে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রসারের জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

মায়াপুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, গোশালায় করলেন বিশেষ পুজো

প্রতিনিধি,নদিয়া, ২৮ মে ঃ বৃহস্পতিবার নদিয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানান সন্ন্যাসীরা। ইসকনের মন্দিরে বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। এরপর ইসকনের গোশালায় বিশেষ পুজোয় বসেন মুখ্যমন্ত্রী। ইসকনের সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে তিনি গো-সেবা করেন। জল দিয়ে গোমাতার পা ধুয়ে দেন তিনি। গোমাতাকে খাবারও খাওয়ান। যজ্ঞের পর তাঁকে সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহকে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছে।এদিন সকালে মায়াপুরে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি পৌঁছে যান ইসকনের গোশালায়। গোমাতার বিশেষ পুজোয় অংশ নেন তিনি। পরে গোমাতাকে খাইয়ে তার সেবাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ইসকন সফর ঘিরে বুধবার থেকেই মায়াপুরে ছিল সাজ সাজ রব। এই সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখা হয় গোটা ইসকন চত্বর। দেশি-বিদেশি ভক্তেরা হরিনাম সংকীর্তন করে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

কাকলি ও কল্যাণ দ্বন্দ্ব তুঙ্গে! এবার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন তৃণমূল সাংসদ

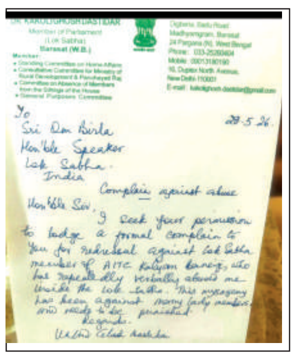
Dr. KAKOLI GHOSH DASTIDAR
Member of Parliament
(Lok Sabha)
Barasat (W.B.)

28.5.26

To
Sri Om Birla
Hon'ble Speaker
Lok Sabha
India

Complaint against abuse

Hon'ble Sir,
I seek your permission to lodge a formal complaint to you for redressal against Lok Sabha member of AITC Kalyan Banerjee, who has repeatedly verbally abused me inside the Lok Sabha. This misogyny has been against many lady members and needs to be punished.
Regards.

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ মে ঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তুঙ্গে পৌঁছল। এবার কল্যাণের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ জানিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বি।লাকে চিঠি লিখলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন দলীয় সাংসদ কল্যাণ। বৃহস্পতিবার লেখা চিঠিতে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বি।লার কাছে কল্যাণ বন্দ্যোাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'খারাপ ব্যবহারের' অভিযোগ এনেছেন কাকলি।চিঠিতে কাকলি উল্লেখ করেন, আমি এআইটিসি-র লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য আপনার (ওম বিড়লা) কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি চাইছি, যিনি লোকসভার ভেতরে আমাকে বারবার মৌখিকভাবে অপমান করেছেন। এই নারীবিদ্বেষ অনেক মহিলা সদস্যের বিরুদ্ধেই করা হয়েছে এবং এর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কারও ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে আত্মনির্ভর হতে হবেঃনীতিন গড়করি

নাগপুর(সংবাদ সংস্থা), ২৮মে ঃ দেশকে আত্মনির্ভর করার ওপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এটা সত্যি যে, ভারত ২২ লক্ষ কোটি টাকার জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি করে। যদি এই আমদানি বন্ধ করা যায়, তাহলে এই ২২ লক্ষ কোটি টাকা জনগণের কাছে যাবে এবং কোটি কোটি যুবক কর্মসংস্থান পাবে। নাগপুর পৌরসভা একটি প্রকল্প শুরু করেছে যার অধীনে আবর্জনা থেকে ২৮ টন সিএনজি তৈরি করা হবে। এটি শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। যদি এটি সারা দেশে করা

হয়, আমরা এক মাসে হাজার হাজার টন সিএনজি তৈরি করতে পারব। ৪ তারিখে (জুন), মারুতিও একটি গাড়ি আনছে। আমার মনে হয়, হাইড্রোজেনই ভবিষ্যতের জ্বালানি। আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, যাতে আমরা কারও ওপর নির্ভরশীল না থাকি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি এদিন নাগপুরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেছেন। তিনি এদিন বলেন, জনগণের ভালোবাসা ও বিশ্বাসই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আমি আমার সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা নাগপুরে এক লক্ষ যুবকের জন্য একটি ক্রীড়া কেন্দ্র গড়ে তোলার সংকল্প করেছি। আমি গ্রামীণ এলাকায় কাজ আরও জোরদার করারও সংকল্প করেছি, যাতে কৃষকরা আত্মহত্যা না করে। যতদিন আমার শক্তি থাকবে, আমি গ্রাম, দরিদ্র এবং আমাদের কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাব।

ইদুজ্জোহা উপলক্ষে ইমাম বাড়িতে বিশেষ নামাজ, নিরাপত্তায় তৎপর চন্দননগর পুলিশ

রূপম রায়, হুগলি ঃপবিত্র ইদুজ্জোহা উপলক্ষে ঐতিহাসিক ইমাম বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ নামাজ। সকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইমামের নেতৃত্বে নামাজ আদায়ের পর দেশ ও রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।অন্যদিকে, ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বিভিন্ন মসজিদ ও সংবেদনশীল এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা পরিদর্শন চালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর থানার আইসি চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডিসি ডিডি রূপান্তর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।পুলিশের পক্ষ থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, জনসমাগম পরিচালনা, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, টহলদারি ও সিসিটিভি নজরদারির বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি মসজিদ কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব পালনের বার্তা দেওয়া হয় মনেহয়।

গণতন্ত্র সংলাপ, আলোচনা ও ভিন্নমতের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়ঃ ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা), ২৮ মে ঃ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, সংলাপ, আলোচনা, ঐকমত্য ও ভিন্নমতের ওপর ভিত্তি করেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। দিল্লি বিধানসভায় ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিধানসভার ৪০৭টি অধিবেশনের কার্যবিবরণীর এক অনন্য ৮৯-খণ্ডের সংকলন প্রকাশ করে ওম বিড়লা বলেন, এই সংকলনটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এক অমূল্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী নেতাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং লিপিবদ্ধ বিতর্কগুলো সংরক্ষণ করা সরকারের কর্তব্য। বিড়লা বলেন যে, ভারতের গণতন্ত্র বিশ্বমঞ্চেও একটি পথপ্রদর্শক উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, নিয়মকানুন এবং আইন কীভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নির্দেশনা দিয়ে যাবে। লোকসভার অধ্যক্ষ দিল্লি বিধানসভার প্রথম ত্রৈমাসিক পত্রিকা ' বিধান -চেতনা' উদ্বোধন করেন।

অনলাইন গেমের উপর ২৮ শতাংশ শুল্ক বহাল সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ অনলাইন গেমের উপর কেন্দ্রের জিএসটি কাঠামোকে বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে অনলাইন গেম থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ২৮ শতাংশ শুল্ক নেয়, যা সর্বোচ্চ। তাতেই আপত্তি জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল একাধিক গেমিং সংস্থা। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সংবিধানের ' অনুচ্ছেদের অধীনে এই ধরনের শুল্ক আরোপ করার জন্য সংসদ ও বিধানসভাগুলির উপযুক্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে।উল্লেখ্য, শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায়ের পথ আরও মসৃণ হলো। তবে গেমিং

সংস্থাগুলির জন্য এটি একটি বড় ধাক্কা। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এর ফলে আগামী দিনে অনলাইন গেম খেলার খরচ ব্যবহারকারীদের পকেট থেকে আরও বেশি খসাতে হতে পারে, অথবা সংস্থাগুলিকে তাদের ব্যবসায়িক মডেলে বড়সড় পরিবর্তন আনতে হবে।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে প।লেন সিদ্ধারামাইয়া

বেঙ্গালুরু(সংবাদ সংস্থা), ২৮ মেঃ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে প।লেন সিদ্ধারামাইয়া। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিশেষ সচিব প্রভু শঙ্করের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট, যিনি রাজ্যের বাইরে রয়েছেন, তিনি রাতেই ফিরতে পারেন। এখনও সিদ্ধারামাইযার ইস্তফা গৃহীত হয়নি।এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সিদ্ধারামাইয়া। কর্ণাটকের সম্ভাব্য

নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন ডি কে শিবকুমার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্ধারামাইযার পাশেই বসেছিলেন শিবকুমার। সিদ্ধারামাইয়া কথা বলার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন খবর সূত্র জানা যায় আজ।

জেন জি বিদ্রোহের সুপারিশ মানা সরকারের সাংবিধানিক দায়, কড়া বার্তা নেপাল মানবাধিকার কমিশনের

কাঠমান্ডু, ২৮ মে ঃনেপালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, জেন জি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কমিশন যে সুপারিশ সরকারকে দিয়েছে, তা কার্যকর করা শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। কমিশনের বক্তব্য, দেশের বিদ্যমান আইনি কাঠামো অনুযায়ী এই সুপারিশগুলি নিয়ে সরকারকে তিন মাসের মধ্যেই পদক্ষেপ করতে হবে। আর যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে কারণ দর্শিয়ে কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো বাধ্যতামূলক।বৃহস্পতিবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহকারী মুখপাত্র শ্যাম বাবু কাফলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জেন জি বিদ্রোহ চলাকালীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে বলে কমিশনের তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তে পাওয়া তথ্য ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কমিশন সরকারকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। কাফলের বক্তব্য, দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ও কার্যকর আইন এখনও তৈরি হয়নি। সেই কারণেই নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থার সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।কমিশনের রিপোর্ট বুধবারই সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই নেপালের রাজনৈতিক মহল, নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলির মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কমিশনের সুপারিশ কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয় এবং সরকার এই বিষয়ে কতটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়, সেদিকে নজর রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক মহলেও।শ্যাম বাবু কাফলে জানান, কমিশনের সুপারিশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি মামলা দায়েরের সুপারিশ রয়েছে, কোথাও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা জারি ও নির্দেশমূলক পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে। কমিশনের আওতার বাইরে থাকা কিছু জটিল বিষয় নিয়ে আরও সূক্ষ্ম তদন্ত চালানোর সুপারিশও রয়েছে। তাঁর কথায়, মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।তিনি আরও বলেন, সরকার যদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা বা জটিলতার মুখে পড়ে, তাহলে তা কমিশনকে জানাতে হবে। কমিশন প্রয়োজনে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। এমনকি নতুন তথ্য বা প্রমাণ সামনে এলে তার ভিত্তিতেও সুপারিশের কিছু অংশে পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুযোগ রয়েছে। তবে সরকার যদি কোনও প্রতিক্রিয়া না জানায়, তাহলে কমিশন ধরে নেবে যে সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।জেন জি বিদ্রোহ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই নেপালে বিতর্ক চলছে। আন্দোলনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা, প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন অভিযোগ করেছে, আন্দোলন দমনের নামে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, বেআইনি আটক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটেছে। যদিও সরকার অতীতে বহুবার দাবি করেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপই নেওয়া হয়েছিল।তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই রিপোর্ট সেই বিতর্ককে আরও তীব্র করে তুলেছে। কারণ কমিশনের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই কিছু গুরুতর ত্রুটি ও দায়িত্বহীনতা ছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, কমিশনের এই কড়া অবস্থান সরকারের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মহলেও এই রিপোর্টের প্রভাব পড়তে পারে।নেপালের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। মানবাধিকার রক্ষা, অভিযোগ তদন্ত এবং সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করার ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অতীতে একাধিক ক্ষেত্রে কমিশনের রিপোর্ট রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। তবে জেন জি বিদ্রোহ সংক্রান্ত রিপোর্ট'কে অনেকেই সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথি বলে মনে করছেন।কমিশনের বক্তব্যে স্পষ্ট, তারা শুধুমাত্র সুপারিশ জানিয়েই থেমে থাকতে চাইছে না। বরং সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়েও কড়া নজরদারি চালানো হবে। ফলে আগামী কয়েক মাসে এই ইস্যুতে নেপালের রাজনীতি ও প্রশাসনে নতুন চাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে।

কোয়াড দেশগুলি মুক্ত সমাজ, যা উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করেঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ মে ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। জয়শঙ্করের পৌরহিত্যে হয় এই বৈঠক। কোযাড় বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠকের পর বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, কোযাড়ভুক্ত দেশগুলি মুক্ত সমাজ, যা আমাদের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির অন্বেষণে উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে। আমরা যেমনটা করতে চাই, সেভাবে আরও বেশি আদান-প্রদান করলে এই শক্তিগুলি আরও শক্তিশালী হয়। তাই, ব্যবসায়িক ফোরাম, স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ অথবা ডিজিটাল কার্যক্রম- যেটাই হোক না কেন, যৌথ প্রচেষ্টার প্রতিটি দিক এই অঞ্চলকে আরও উন্নত করে তোলে। গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমরা সন্ত্রাসবাদের সাধারণ

হুমকি মোকাবেলার দিকেও মনোযোগ দিয়েছি। সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা থাকতে হবে এবং সন্ত্রাসী হামলার শিকার দেশগুলোর আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। জয়শঙ্কর আরও বলেন, একটি মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের অনেক মাত্রা ও দিক রয়েছে। আমাদের এদিনের বৈঠকে সেগুলোর অনেকগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হযেছে এবং অন্যগুলোতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আগামী দিনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জ্বালানি বাণিজ্য বা সামুদ্রিক বাণিজ্য-যেটাই হোক না কেন, ইন্দো-প্যাসিফিক বিশ্বের কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোযাড়ের দায়িত্বও আনুপাতিক হারে বাড়বে এবং আমাদের তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।জয়শঙ্কর আরও বলেন, সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ধারাবাহিক সম্প্রসারণ ঘটেছে, যার মধ্যে রয়েছে নজরদারি ও ডোমেইন সচেতনতা, লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক, সমুদ্রের তলদেশের কেবল, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণ কার্যক্রম। আগামী দিনে আমরা এই ক্ষেত্রগুলিকে আরও গভীর করতে থাকব। আমরা নিরাপদ ও বাধাহীন সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিষয়ে কিছু সময় ব্যয় করেছি এবং আন্তর্জাতিক আইন কঠোরভাবে পালনের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমাদের চারটি দেশই

সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

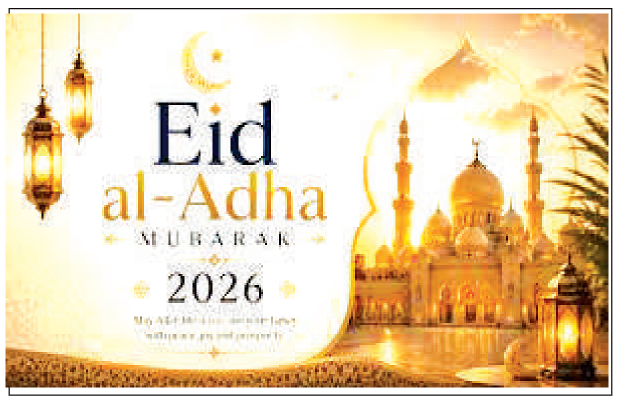

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ মে ঃ ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী। ঈদের শুভেচ্ছা বার্তায় সবার সাফল্য ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, ঈদ-উল-আজহার শুভেচ্ছা।ঈদ উৎসব সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও আনন্দের চেতনাকে আরও গভীর করুক, এই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকলের সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ত্যাগের এই উৎসব উদযাপিত হয়। প্রধান মসজিদ ও ঈদগাহগুলিতে বিশেষ নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়।

পুলিশি ব্যবস্থায় পারদর্শিতা ও জবাবদিহিতা আবশ্যিক ঃরাষ্ট্রপতি

গ্যাংটক, ২৮ মে ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার গ্যাংটকে সিকিম পুলিশকে ' প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিযাস পুলিশ কালার' প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে সিকিম পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, পুলিশকে অবশ্যই নাগরিকদের সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তিনি এটা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, সিকিম পুলিশ তাদের পেশাদার আচরণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সিকিমের জনগণের স্নেহ ও সম্মান অর্জন করেছে।রাষ্ট্রপতি বলেন, পুলিশকে নাগরিকদের সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হতে হবে। এই ভূমিকা পালন করলে জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাবে। পুলিশ যখন জনগণের সমস্যা বুঝবে এবং সহায়তা করবে, তখন সমাজে নিরাপত্তা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, নতুন প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ সংঘটনের পদ্ধতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সাইবার অপরাধ, অনলাইন প্রতারণা, হ্যাকিং এবং ডিপফেকের মতো নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে। এই নতুন প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করার জন্য পুলিশকে অবশ্যই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল তদন্তে পারদর্শী হতে হবে।

মহেশ ভাটকে নিয়ে বড় ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করলেন পূজা ভাট

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৮ মে ঃ অভিনেত্রী ও প্রযোজক পূজা ভাট সম্প্রতি তাঁর পরিবারকে ঘিরে এক আবেগঘন ও ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করেছেন, যা নিয়ে বলিউডে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর বাবা মহেশ ভাট এবং সমা সোনি রাজদানের সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। পূজা জানান, মহেশ ভাটের প্রথম বিবাহ ভাঙার পর সোনি রাজদানের মনে গভীর অনুশোচনা ছিল। পুরনো এক কথোপকথনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সোনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে গোটা বিষয়টি নিয়ে তাঁর খুব খারাপ লাগত।পূজা আরও জানান, তিনি সোনি রাজদানকে বলেছিলেন- কোনও সম্পর্ক ভেতর থেকে দুর্বল না হলে তা ভাঙে না। সম্পর্ক যদি সত্যিই দৃঢ় হয়, তবে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সেখানে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব নয়।সাক্ষাৎকারে পূজা এ-ও জানান, তাঁর মা জানার আগেই

মহেশ ভাট রাজদানের জানতে এক রাতে নিজেই জানান তাঁর জীবনে এসেছেন, প্রতি তাঁর কখনও বলেন, এই মায়ের কাছ তিনি বাবা ও সোনি সম্পর্কের কথা পেরেছিলেন। মহেশ ভাট তাঁকে বিষয়টি এবং বলেন, অন্য একজন তবে মেয়ের ভালোবাসা কমবে না।পূজা বিষয়টি বাবা-থেকে সরাসরি জানতে পারাটাই তাঁর কাছে ভালো ছিল। কারণ ম্যাগাজিন বা গসিপের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে হলে তা আরও কষ্টদায়ক হত। তিনি স্বীকার করেন, সেই সময় তাঁর মা গভীর মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। তবুও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান বজায় ছিল।প্রসঙ্গত, মহেশ ভাটের প্রথম স্ত্রী ছিলেন কিরণ ভাট। তাঁদের দুই সন্তান পূজা ভাট ও রাহুল ভাট। পরে তিনি অভিনেত্রী সোনি রাজদান-কে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই মেয়ে আলিয়া ভাট এবং শাহিন ভাট।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি,মুর্শিদাবাদ, ২৮ মে ঃ রাজ্যের জনপ্রিয়.' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে ভুয়ো তথ্য দিয়ে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রকিবুল শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি মহিলা উপভোক্তাদের জন্য চালু এই সরকারি প্রকল্পের টাকা নিয়মিতভাবে তুলছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। এরপরই প্রশাসনের তরফে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নথিপত্র খতিয়ে দেখে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলতেই বহরমপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কীভাবে সরকারি নথি ব্যবহার করে এই সুবিধা নেওয়া হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ শুরু হযেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিরোধীদের দাবি, সরকারি প্রকল্পে নজরদারির অভাবেই এই ধরনের দুর্নীতি বাড়ছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং দোষীদের কাউকেই ছাড়া হবে না।

গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি রাজস্থান হজ কল্যাণ সমিতির

জয়পুর, ২৮ মে ঃ গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি জানালো রাজস্থান হজ কল্যাণ সমিতি। রাজস্থান হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার ঈদের দিন গরুকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন।সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শেখ হাজী নিজামউদ্দিন বলেন, আমি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। কুরআনে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, আমরা চাই গরুকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করা হোক, যাতে সারা দেশে ভ্রাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।

রাশিফল

মেষঃ আজকে আপনার জীবনে নতুন এনার্জি আসবে। আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যপূরণের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে। কাজের জায়গায় নতুন সুযোগ আসতে পারে, আর কলিগদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল হবে। বিবাহের যোগ হবে ।

বৃষঃ উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। শুভদিন।

মিথুনঃ আজকের দিনটা এনার্জেটিক আর প্রডাক্টিভ হবে। ব্যবসায় আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন, আর অন্যদের কাছ থেকে প্রশংসা আসতে পারে। নতুন প্রজেক্ট আসতে পারে, যেখানে আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে পারবেন। সম্পর্ক ভাল হবে খোলামেলা কথা বললে। শুভদিন

কর্কট রাশি ঃবাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। অর্থ ব্যয়

সিংহঃআজকে আত্মবিশ্বাস আর উদ্দীপনায় ভরা থাকবে। আপনার চার্ম মানুষকে আকর্ষণ করবে, আর কাজের জায়গায় আপনার আইডিয়া শেয়ার করার সুযোগ আসতে পারে।

কন্যাঃ যেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে। শান্তি হবে

তুলাঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে।

বৃশ্চিকঃ আজ নতুন সুযোগ আসবে আর আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলও পাবেন। শান্ত থাকুন আর চ্যালেঞ্জিং জায়গায় আপনার ইমোশান কন্ট্রোল করুন। কলিগদের সাপোর্ট আপনার অগ্রগতিতে সাহায্য করবে। আর্থিক দিক নিয়ে একটু সাবধান থাকুন। আর্থিক উন্নতি।

ধনুঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন। শুভদিন

মকরঃ আজকে নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে । কিন্তু এগুলো আপনার উন্নতিতে সাহায্য করবে। কঠোর পরিশ্রম আর নিষ্ঠা আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।।

কুম্ভঃ আপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন।

মীনঃআজকে ইমোশনাল কানেকশন আর সাফল্য আসবে। আপনার রিলেশনশিপগুলো আরও শক্তিশালী করবে। কাজের জায়গায়, টিমওয়ার্ক ভাল রেজাল্ট আর নতুন সাফল্য আনবে। ক্রিয়েটিভিটি বেশি থাকবে, তাই আপনার আইডিয়া ভালভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

আবহাওয়া

ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ফিরল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। নামল তাপমাত্রাও, আগামী দু'দিনে আরও তাপমাত্রা পতনের পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। একইসঙ্গে সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি চলবে, একইসঙ্গে বইবে ঝোো হাওয়াও। শনিবারের মধ্যে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে তাপমাত্রা। সমুদ্র উত্তাল থাকায় শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে রবিবারের পর কমবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। এরপর সোমবার থেকে আবারও ফিরবে অর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলিতেও শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি হলেও, শনিবারের পর থেকে কমবে বৃষ্টি। তবে, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায় আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

খাস কলকাতায় বিজেপি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ, উত্তপ্ত এলাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ খাস কলকাতার মুচিপাড়ায় বিজেপি কর্মীর উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাত থেকে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি কর্মী বিপ্লব নাগকে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাদের কর্মীদের ভয় দেখাতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে মুচিপাড়ার একটি এলাকায় কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন বিপ্লব নাগ। সেই সময় আচমকাই কয়েকজন যুবক সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। প্রথমে কথা কাটাকাটি হলেও পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই বিপ্লবের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। তাঁকে লক্ষ্য করে লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয় বলে দাবি স্থানীয়দের। মাথায় গুরুতর আঘাত পান বিপ্লব। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনীও। এপ্রসঙ্গে বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁর দাবি, তসংবর্ধনা সভা বানচাল করতেই এই হামলা।দ তবে তৃণমূলের তরফে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলেন, তআমাদের কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। আমাদের বুথ এজেন্ট দ্বিপন সাহাকে মেরেছে। তবে আমরা এতে রাজনীতির রং লাগাতে চাই না।দ অন্যদিকে, বিপ্লব নাগের পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘরের টাকা ফেরতের দাবিতে প্রধানের স্বামীকে আটকে রেখে বিক্ষোভ রায়দীঘিতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়দীঘি, ২৮ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি। এবার দুর্নীতির টাকা ফেরত চেয়ে কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামীকে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘিরে ধরে মারধরের অভিযোগ উঠল গ্রামবাসীদের একাংশের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানার অন্তর্গত কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে ক্ষোভ জমছিল সাধারণ মানুষের মনে। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বহু উপভোক্তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ‘কাটমানি’ বা বেআইনি কমিশন নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও অনেকেই ঘর পাননি, আবার কেউ কেউ আংশিক টাকা পেয়ে আটকে রয়েছেন। বুধবার কাশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী যখন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গ্রামবাসীদের দাবি, ‘হয় ঘর দিতে হবে, না হলে কাটমানির নেওয়া টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে।’ এই নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে তীব্র বচসা ও তর্কাতর্কি শুরু হয়। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উত্তেজিত জনতা প্রধানের স্বামী বাপ্পা হালদারকে লক্ষ্য করে চড়-থাপ্পড় ও কিল ঘুষি মারে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত রায়দিঘি থানার পুলিশ বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ গিয়ে আক্রান্ত প্রধানের স্বামীকে উদ্ধার করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় মোতায়েন আছে পুলিশ বাহিনী।গ্রামবাসীরা বলেন, তআমরা গরিব মানুষ। মাথার ওপর ছাদ পাওয়ার আশায় ধারদেনা করে পঞ্চায়েতের লোকেদের টাকা দিয়েছিলাম। আজ দেব, কাল দেব করে ঘোরাচ্ছে। আমাদের টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে।দ পঞ্চায়েত প্রধান যুমনা হালদারের পক্ষ থেকে মারধরের অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া হলেও কাটমানি নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। এটিকে ‘রাজনৈতিক চক্রান্ত’ বলে দাবি করা হয়েছে শাসক শিবিরের তরফ থেকে। তবে স্থানীয় বিজেপি ও বিরোধী দলগুলির দাবি, ‘তৃণমূলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভ দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ।’ রায়দিঘি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে সুজিত বসু, শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তাঁর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর। বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন সুজিত। সেখান থেকেই আইনি লড়াই শুরু করলেন তিনি। গত ১১ মে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বৃহস্পতিবার সুজিতের আইনজীবী কলকাতা হাই কোর্টে বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি পান। সেই মামলাই শুক্রবার শুনানির জন্য উঠতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে সুজিত বসুর নাম উঠে আসে তদন্তে। ইডির দাবি, প্রায় ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার সন্দেহ, দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। সেই কারণেই সুজিত বসুর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এর আগে তাঁর বাড়ি, অফিস এবং তাঁদের মালিকানাধীন একটি ধাবাতেও তল্লাশি চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি তদন্তকারী সংস্থার। গ্রেফতারির আগে একাধিক বার সুজিত বসুকে তলব করেছিল ইডি। বিধানসভা ভোটের প্রচারের ব্যস্ততার কথা জানিয়ে তিনি প্রথমদিকে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পরে প্রচারপর্ব শেষ হওয়ার পর গত ১ মে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেন তিনি। সেদিন তাঁকে কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ১১ মে ফের ইডি দফতরে যান সুজিত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী এবং পুত্র সমুদ্র বসু। প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই বিরোধী নেতাদের নিশানা করা হচ্ছে। যদিও ইডির তরফে দাবি করা হয়েছে, সমস্ত পদক্ষেপই তদন্তের স্বার্থে এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও বিধাননগর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন সুজিত বসু। তবে বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ৩৭ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন। ভোটে হারের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর গ্রেফতারি এবং পরবর্তী আইনি লড়াই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে।

ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, রবিবার যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, বাড়বে ভোগান্তি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ আগামী রবিবার ফের বন্ধ থাকতে চলেছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওইদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত মোট আট ঘণ্টা সেতুর উপর সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ থাকবে। সেতু সংস্কারের কাজের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে ওই সময় শহর কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতকারী হাজার হাজার মানুষকে বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রুট ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ট্রাফিক পুলিশ। তবে ফের এক রবিবার সেতু বন্ধ থাকায় নিত্যযাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ এবং উদ্বেগ দুই-ই তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এজেসি বোস রোড ধরে জিরাট আইল্যান্ড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে যাওয়া গাড়িগুলিকে টার্ফভিউ হয়ে হেস্টিংস ক্রসিং পর্যন্ত গিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড এবং স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। আবার কেপি রোড থেকে জে অ্যান্ড এন আইল্যান্ড হয়ে সেতুমুখী গাড়িগুলিকেও ১১ ফার্লং গেট হয়ে হেস্টিংস ক্রসিং থেকে একই পথে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে। এছাড়াও সিজিআর রোড ধরে খিদিরপুর থেকে আসা গাড়িগুলিকে হেস্টিংস মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জেস গেট রোড হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে। কেপি রোড ধরে ঘোড়া পাস সংলগ্ন ওয়াই পয়েন্ট র‍্যাম্প ব্যবহার করে যারা হাওড়া যেতে চান, তাঁদের রেড রোড হয়ে বিকল্প রুট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতু শহর কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। হাওড়া, সাঁতরাগাছি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে কলকাতার সংযোগ রক্ষায় এই সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে পৌঁছনোর ক্ষেত্রেও এই সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন কয়েক হাজার ছোট-বড় গাড়ি এই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। ফলে প্রতি রবিবার সেতু বন্ধ থাকায় সাধারণ যাত্রী থেকে অফিসযাত্রী, সকলকেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বিদ্যাসাগর সেতু বর্তমানে ২৭ বছরে পা দিয়েছে। ৮২৩ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি দেশের দীর্ঘতম কেবল সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম। সেতু বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে সেতুর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের আয়ু ধীরে ধীরে শেষের পথে। বিশেষ করে স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল, ডেক স্ল্যাব এবং এক্সপ্যানশন জয়েন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি প্রায় ২৫ বছর পার করে ফেলেছে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে সেগুলি দ্রুত বদলানো জরুরি হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, কোনও সেতু দিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর টানা যান চলাচল চললে নিয়মিত সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে ভবিষ্যতে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলাদা দল গঠন করেছে এইচআরবিসি কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, বিদ্যাসাগর সেতুতে মোট ১৫০টি স্টে কেবল রয়েছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সেগুলিকেই বদলানোর কাজ চলছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই রবিবারে সেতু বন্ধ রেখে সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, দিনের বেলায় সেতু বন্ধ রেখে কাজ করার বদলে রাতের দিকে কেন এই সংস্কার করা হচ্ছে না। কারণ প্রতি সপ্তাহে দীর্ঘ সময় সেতু বন্ধ থাকায় শহরের যান চলাচলে ব্যাপক চাপ তৈরি হচ্ছে এবং বিকল্প রাস্তাগুলিতেও বাড়ছে যানজট।

বিরোধী স্বীকৃতি না পেয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল, কৌশল ঠিক করতে মমতার বাড়িতে জরুরি বৈঠক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের আসনে বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভায় দলের বিধায়কের সংখ্যা ৮০ হলেও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলের মর্যাদা মেলেনি বলে অভিযোগ দলের অন্দরে। সেই আবহেই দলের একাংশ বিধায়কের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গতিবিধি ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। এই পরিস্থিতিতে পরিষদীয় দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে রবিবার বিকেলে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দলের সব বিধায়ককে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কনফারেন্স রুমে। বিরোধী দলনেতা নিজে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি চান দলনেত্রী স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিধায়কদের দিশা দেখান ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাংগঠনিক বার্তা দেওয়া নয়, বরং দলের ভিতরে তৈরি হওয়া সংশয় ও জল্পনার অবসান ঘটানো। সম্প্রতি দিল্লির পুরনো বঙ্গভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উলুবেড়িয়া পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত ব ে ন্দ্য া প া ধ্য া ে য় . ব. সাক্ষাৎ রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন তৈরি করেছিল। যদিও ঋতব্রত সেই সাক্ষাৎকে নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ বলেই দাবি করেছিলেন। কিন্তু পরে বিধানসভায় স্পিকার রথীন্দ্র বসুর ঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তাপস রায় এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকের সময় সেখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহার উপস্থিতি ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। দুই বিধায়কই অবশ্য নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক জল্পনা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, বুধবার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে বিধানসভার ঘরের সামনেই ধরনায় বসেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সেই কর্মসূচিতে মাত্র দু’জন বিধায়কের উপস্থিতি নিয়েও রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। দলীয় সূত্রে খবর, এই পরিস্থিতিতে পরিষদীয় দলের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দিতেই রবিবারের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বৈঠকে বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি না পাওয়া, বিধায়কদের জন্য আলাদা ঘর বরাদ্দ না হওয়া এবং আগামী দিনে এই ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর সংগঠনকে একজোট রাখা এখন তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হল তৃণমূল যুব নেতাকে, ‘চোর চোর’ স্লোগানে উত্তাল এলাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগণা এ বার কাঁচরাপাড়ায় পুলিশের পদক্ষেপ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। তৃণমূলের যুব নেতা অভিজিৎ রায় ওরফে বনিকে কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকাজুড়ে ঘোরালো বিজপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে কাঁচরাপাড়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকায় বনিকে নিয়ে যাওয়া হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পরনে ছিল গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট। পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই তাঁকে বাবু কোয়ার্টার এবং নবীন পল্লি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেগুলিকে বনির ‘ডেরা’ বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশ। সেই সময় অভিযুক্তকে দেখে ‘চোর চোর’ স্লোগানে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মন্দারমনি থেকে বনিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপর তদন্তের স্বার্থে বৃহস্পতিবার সকালে বনিকে নিয়ে কাঁচরাপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় যায় বিজপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তকে নিয়ে গিয়ে এলাকার বিভিন্ন জায়গা চিহ্নিত করার কাজ চলছিল। সেই সময় বহু মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন। তাঁদের একাংশ বনির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ তোলেন। স্থানীয়দের দাবি, বাবু কোয়ার্টারের ভিতরে পুরসভার বালতি মজুত করে রাখা হত এবং পরে সেগুলি বিক্রি করা হত। শুধু তাই নয়, ওই এলাকায় কে থাকবেন, কে ঘর পাবেন, সেই সিদ্ধান্তও বনির নির্দেশেই হত বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, এলাকায় বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপও তাঁর ছত্রছায়াতেই চলত বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বনি। পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েই তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের যে সব নেতা চুরি করেছে, তারা পালিয়ে গিয়েছে। আমি চুরি করিনি, তাই পালাইনি।দ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, শুধু ৩ নম্বর ওয়ার্ড নয়, দীর্ঘদিন ধরেই গোটা কাঁচরাপাড়া এলাকায় বনির প্রভাব বিস্তার ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে কথা বলতে ভয় পেতেন বলেও দাবি করেছেন অনেকে। ফলে গ্রেফতারের পর পুলিশের এই পদক্ষেপে অনেকেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও হাওড়ায় একই ধরনের ছবি দেখা গিয়েছিল। বোমাবাজি, তোলাবাজি এবং পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে ধৃত কয়েকজনকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল। পুলিশের একাংশের মতে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিতেই এই ধরনের পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এবার কাঁচরাপাড়াতেও সেই একই ছবি সামনে আসায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আবহে সরকারি নিয়ম মেনেই ঈদের নামাজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৮ মে ঃ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আবহে শুক্রবার দেশজুড়ে পালিত হয় ঈদ-উল-আজহা বা কোরবানির ঈদ। ত্যাগের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এই উৎসবকে ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন মসজিদে ভিড় জমান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। সরকারি নিয়ম মেনেই ঈদের নামাজ আদায়ের ছবি দেখা যায় শহরের বিভিন্ন জায়গায়। হাওড়ার বাঁকড়া জামে মসজিদেও সরকারি নির্দেশিকা মেনে ঈদের নামাজ আদায় করেন ধর্মপ্রাণ মানুষজন। মসজিদ কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, অন্যান্য বছরের মতো রাস্তায় নামাজের আয়োজন না করে এবার দুই দফায় মসজিদের ভিতরেই নামাজ পড়ানো হয়। ফলে ভিড় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নিয়ম মেনেই শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের নামাজ সম্পন্ন হয়। নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন করে ঈদের শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত মানুষজন। সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আবহে উৎস্ক সবের আনন্দ ভাগ করে নেন সকলে। এদিন সকাল থেকেই স্থানীয় মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দানগুলোতে ভিড় জমান হাজার হাজার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। নামাজ শেষ হতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক অপূর্ব ছবি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চলে কোলাকুলি। মুখে মুখে শুধুই তঈদ মোবারকদ শুভেচ্ছা বিনিময়। ছোট থেকে বড় এদিন সকলেই মেতে ওঠেন উৎসবের চেনা মেজাজে। বাঁকড়ার এই সম্প্রীতির আবহ মনে করিয়ে দেয় আনন্দের এই দিনটি সবার জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনুক। এদিন উপস্থিত কয়েকজন জানান, সরকারের নির্দেশ মেনেই তাঁরা ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। পাশাপাশি সারাদিন পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করবেন বলেও জানান তাঁরা।

স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেলেন মধ্যবয়স্কা মহিলা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলুড়, ২৮ মে ঃ বেলুড়ের জগন্নাথ ঘাটে ফের দুর্ঘটনা, স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেলেন মধ্যবয়স্কা মহিলা। ‘মরণ-ঘাট’ ঘিরে আতঙ্ক। প্রসঙ্গত হাওড়ার বেলুড়ের জগন্নাথ ঘাটে যেভাবে একের পর এক জলে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে ওই ঘাটকে ‘মরণ-ঘাট’ হিসেবে অনেকে মন্তব্য করছেন। এদিন ঈদের সকালে ফের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল বেলুড়ের বি কে পাল জগন্নাথ ঘাট। গঙ্গায় স্নান করতে নেমে এদিন নিখোঁজ হন মহিলা। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মধ্যবয়স্কা ওই মহিলা ঘাটে চপ্পল খুলে রেখে গঙ্গায় নামেন। ঘাটে জল বেশি থাকায় উপস্থিত অন্যান্যরা তাঁকে সতর্ক করার চেষ্টা করলেও তিনি কারও কথায় কান না দিয়ে সোজা জলে নেমে যান বলে অভিযোগ। সেই সময় গঙ্গায় জোয়ারের তীব্র টান ছিল। মহিলা জলে ডুব দেওয়ার পর আর উপরে ভেসে ওঠেননি। এদিকে, মহিলা তলিয়ে যেতেই ঘাটে উপস্থিত মানুষজন চিৎকার শুরু করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বেলুড় থানার আইসি। খবর দেওয়া হয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপকে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এসে গঙ্গায় তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। দুপুর পর্যন্ত ওই মহিলার কোনও খোঁজ মেলেনি।

এক যুবকের মৃত্যু, অভিযোগ এক মহিলা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২৮ মে ঃ ব্ল্যাকমেলের জেরে এক যুবকের মৃত্যু বারুইপুরে আর এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বারুইপুরে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে বারুইপুর থানার সামনে বিক্ষোভ করেন ফুলতলার নেতাজি নগর এ-ব্লকের বাসিন্দারা। মৃতের নাম অরুণাভ হালদার। পরিবার সূত্রে খবর, ওই এলাকারই বাসিন্দা রূপা দাসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল অরুণাভর। রূপা বিবাহিত। তাঁর বিরুদ্ধেই উঠছে গুরুতর অভিযোগ। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, সম্পর্কে থাকাকালীন অরুণাভের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা পয়সা,নানা সুযোগ-সুবিধা নিতে রূপা। সম্প্রতি ওই যুবক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও তাঁর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, চাপ সহ্য করতে না পেরেই ২২শে মে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন অরুণাভ। পরিবারের সদস্যরাই তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। গত ২৪শে মে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ফের তৃণমূল কার্যালয় থেকে উদ্ধার ভোটার ও আধার কার্ড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ ফের তৃণমূলের একটি কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ ভোটার এবং আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতার ট্যাংরা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। কীভাবে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে এত সংখ্যক পরিচয়পত্র জমা হল, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলির প্রকৃত মালিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, ট্যাংরা ২ নম্বর লেনের ওই তৃণমূল কার্যালয়টি বেলেঘাটা বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত। স্থানীয়দের দাবি, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই অফিসটি দীর্ঘদিন তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। বৃহস্পতিবার কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন। এরপর একটি আলমারি খুলতেই তাঁদের চোখ কপালে ওঠে। আলমারির ভিতরে থরে থরে সাজানো অবস্থায় পাওয়া যায় বহু ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড। উদ্ধার হওয়া অধিকাংশ পরিচয়পত্রই স্থানীয় বাসিন্দাদের বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার মানুষজন। শুরু হয় বিক্ষোভও। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এলাকার কিছু তৃণমূল নেতা বাসিন্দাদের কাছ থেকে আধার ও ভোটার কার্ড সংগ্রহ করতেন। কিন্তু পরে সেই কার্ড আর ফেরত দেওয়া হত না বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও যাচাই করেনি পুলিশ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বিধাননগরের বাসন্তী দেবী কলোনির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি তৃণমূল কার্যালয় থেকেও একইভাবে বহু ভোটার ও আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কলকাতার বুকে একই ধরনের ঘটনা সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

হাসনাবাদের বায়লানীর ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২৮ মে ঃ ১৯ শে মে রাতে হাসনাবাদের বায়লানী বাজারে নিতাই দাশের লাড্ডুর কারখানায় আগুন লাগে। আগুনে ভস্মীভূত হয় দোকান। ঘটনার আকস্মিকতায় অসুস্থ হয়ে পরেন নিতাই দাশ। ঘটনায় অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। পরের দিন সকালে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বায়লানী বাজারে অবরোধে সামিল হন ব্যাবসায়ী থেকে এলাকার মানুষ। ঘটনার পর থেকেই নিতাই দাশের পরিবার নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন। ঘটনায় জড়িত দের গ্রেপ্তারের দাবিতে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে, অবিলম্বে নিতাই দাশ ও তার পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিতে ২৩ শে মে হাসনাবাদ থানার দারস্থ হয় হিন্দু সুরক্ষাসমিতি। কিন্তু তারপর ও মুল অভিযুক্ত অধরা রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে আজ ফের হাসনাবাদ থানায় বিক্ষোভে সামিল হন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির সদস্যরা। পুলিশি নিস্ক্রিয়তার অভিযোগে সরব হন তারা। হাসনাবাদ থানার আই.সি-র বদলির দাবি তুলে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথোপকথনে দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবি তুলতে থাকেন তারা। বিক্ষোভ চলাকালীন থানায় আসেন হাসনাবাদ থানার আই.সি, তাকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হিন্দু সুরক্ষা সমিতির সদস্যরা। ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে আই.সি.-র নিস্ক্রিয়তার দাবিতে বদলির দাবিপত্র পেশ করেন তারা। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনায় তিনজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানানো হয়, কিন্তু প্রকৃত দোষীদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে দাবি তুলতে থাকে হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে সারা রাজ্য ব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানান বিক্ষোভকারীরা।

নদীর চর বুজিয়ে বেআইনিভাবে ক্যাফে তৃণমূল নেতার ছেলের

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ২৮ মে ঃ ক্যানিং এর নদীর চর বুজিয়ে বেআইনি ভাবে ক্যাফে তৈরির অভিযোগ উঠলো এবার তৃণমূলের সওকাত মোল্লার ছেলের বিরুদ্ধে। রাজ্যে পালা বদলের পর থেকেই কার্যত উধাও তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লা। কোথাও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে তার কাছ থেকে সরকারি সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকার। এরই মধ্যে শওকত ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে নদীর চর দখলের অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয় ওই চর বুজিয়েই বেআইনিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল ক্যাফে।আর এই ঘটনা সামনে চলে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ক্যানিংয়ে। নদীর চর বুজিয়ে বিশাল ক্যাফে তৈরি করা হয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের কুলে। মৌখালী ব্রিজের কাছে মাতলা নদীর তীরে বিশাল ক্যাফে। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের দুই দিকে তাকালেই দেখা যাবে বিশাল এলাকা জুড়ে এই ক্যাফে তৈরি করা হয়েছে। বিশাল এই ক্যাফে তৈরি হয়েছে বিঘার পর বিঘা নদীর চর শুধুমাত্র ভরাট করে। এমনই অভিযোগ উঠছে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দাবি,ক্যাফে নির্মাণই নয়, শওকত মোল্লার অনুগামীরা মৌখালী ব্রিজের আশপাশে কয়েকশো বিঘা নদীর চর মাটি ফেলে ভরাট করেছে। পরবর্তীতে সেই সরকারি জমি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে ও অভিযোগ। জানা গিয়েছে, এই ক্যাফের মালিক শওকত মোল্লার ছেলে ইমরান মোল্লা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাবা দাপুটে শওকত মোল্লার রাজনৈতিক দাপট এবং ক্ষমতাকে ঢাল করে তাঁর ছেলে ইমরান মোল্লা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এই ক্যাফেটি চালাচ্ছেন। এর আগে ইমরান মোল্লার বিরুদ্ধে ডেলিভারি বয়কে হকি স্টিক দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। ক্যানিং-এর মৌখালী ব্রিজের ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে ক্যানিং মহকুমা শাসক ও এসডিপিও অফিস। এত কাছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতর থাকার পরেও কীভাবে প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের পর দিন এই বেআইনি নির্মাণ ও নদী ভরাটের কাজ চললো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কেউ রেস্তোরাঁ, কেউ বড় বড় লজ করে বসে আছে। আর এটা হয়েছিল প্রশাসনের নাকের ডগায়। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাবো সরকারের কাছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৭ সংখ্যা, শুক্রবার , ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

শিল্পী সুচেতা ও নন্দিতা

দুরারোগ্য ব্যাধি নিতান্তই অকালে নন্দিতাকে কেড়ে নিয়েছিল। হয়ত সেকারণে তাঁর সবকিছু অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত! জেলে নন্দিতা মাঝে-মাঝে গাইতেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরার কন্যা নন্দিতা, স্বামীর সাথে ভারত ছাড় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ'মাস কারাবরণ করেছেন। ভারত যেদিন স্বাধীন হয় সেদিন মধ্যরাতে সুচেতা কৃপালিনীর সঙ্গে নন্দিতাও ভারতের জাতীয় সংগীত গেয়েছিলেন। সুদর্শন,পণ্ডিত,সুরসিক কৃষ্ণ কৃপালনীকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন। শান্তিনিকেতনে নন্দিতার সাথে কৃষ্ণের গভীর বন্ধুত্ব হয়। উভয়ের বন্ধুদের সেসব অজানা ছিল না। নগেন্দ্রনাথ - মীরার বিবাহিত জীবন সুখকর না হলেও তাদের কন্যা নন্দিতা পিতাকে খুব ভালবাসতেন। পড়েছেন গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল। পরে কলাভবন ও সংগীত ভবনে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতনের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রী নন্দিতা নিজগুণে স্বতন্ত্র। রতনকুঠিতে থাকতেন তরুণ অধ্যাপক কৃষ্ণ কৃপালনী। রমা চক্রবর্তী লিখেছেন, দুপুরবেলায় মীরাদি ঘুমিয়ে পড়লে বুড়ি বাগানের ভিতর দিয়ে ছোট গেট টপকে চলে আসত রতনকুঠিতে। কৃষ্ণ কৃপালিনী যখন কবির কাছে নন্দিতার পাণিপ্রার্থনা করলেন তিনি অনুমতি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি দেখে কৃষ্ণ কৃপালিনী নিজেই বিস্মিত হন। কারণ তিনি বাঙালি,ব্রাহ্মন অথবা ব্রাহ্ম কিছুই নন,তবু কবির সানন্দ সমর্থন তাঁকে অভিভূত করে। ১৯৩৬ সালে নন্দিতার সাথে কৃষ্ণ কৃপালিনীর বিয়ে হয়। এই ঘটনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও কম বিস্মিত হননি। তিনি লিখেছেন, এই বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ,তজ্জন্য যথাযথভাবে সিউড়িতে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বা সিভিল বিবাহ আইন মতে বিবাহ রেজিস্টারি করা হয়। আবার পারিবারিক রীতি অনুসারে ‘শুভদিন’ দেখিয়াও বিবাহের দিন ধার্য করা হয। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ নন্দিতার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। হাতি চড়ে সুসজ্জিত বর এলেন, অতি সুন্দর করে সাজিয়ে সালংকারা কন্যা সম্প্রদান করলেন মীরা। বিয়ে দেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। কবি তাদের উপহার দিলেন ‘পত্রপুট’ নবজীবনের মাধুর্য থাকবে যার কানায় কানায় ভরে। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় অন্যান্যদের সাথে নন্দিতা সমানে কবির সেবা করেছেন। কবির একান্নবর্তী পরিবারে অনেক নাতি-নাতনি। তবু নিজ পরিচয়ে নন্দিতা স্বতন্ত্র। প্রতিমার নৃত্যশিক্ষার উজ্জ্বল রত্ন নন্দিতা। রবীন্দ্রনাথ মীরকে লিখেছেন, ‘বিপদে পড়েছি,হঠাৎ সংবাদ পেয়েছি,এক ঝাঁক জাপানি আসবে আমাদের নাচ পরীক্ষার জন্য।’ বুড়িকে না পেলে এমন একটা লোক হাসানো ব্যাপার হবে যা সমুদ্র পার হয়ে যাবে। নন্দিতা ও এসেছেন। যখন ডাক পেয়েছেন সাড়া দিতে বিলম্ব করেন নি। মায়ের মত আত্মপ্রচারবিমুখ নন্দিতার আরও অনেক গুণ ঢাকা পড়েছে। ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে স্বামী কৃষ্ণ কৃপালনীর সাথে নন্দিতাও জড়িয়ে পড়েছিলেন। নন্দিতা কারাবরণ করেছেন ছ'মাস। জেনানা ফটকে তিনি সঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছিলেন আরও কয়েকজন কে। রানী চন্দ লিখেছেন, সেখানে নন্দিতা মাঝে-মাঝে গাইতেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। শুনতেন অন্য কয়েদিদের গান। নন্দিতা ছিলেন রাজশাহী জেলে। একবার ঠিক করলেন ২৬ জানুয়ারি পতাকা তুলতে হবে। কারও বিছানার চাদরের কোণ কেটে কারও গামছা হলুদ জলে ছুপিয়ে,কারও শাড়ির আঁচলা ছিঁড়ে তিন টুকরো খদ্দের দিয়ে অতি সন্তর্পনে পতাকা সেলাই করে ভোরে নিমগাছে তা তোলা হল।

বিদ্যাসাগরের বই-প্রীতি

আমাদের অনেকেরই জীবনের অভিজ্ঞতা বইপত্র,খাতা,নোট অনেককে পড়ার জন্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আর নিজের কাছে ফিরে আসে নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইয়ের প্রতি খুব ভালবাসা ছিল লাইব্রেরীতে বিস্তর সব বইপত্র থাকত। বইপুঁথির উপর তাঁর অপার ভালবাসা। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ভাষায় বইয়ের সাথে অনেক সংস্কৃত পুঁথি। পড়বার পরে সুন্দর করে বইগুলো বাঁধিয়ে রাখতেন। এসবের জন্য টাকা অনেকটা খরচ হয়ে যেত। নিজে যেমন বইপত্র পড়তেন তেমন বন্ধুবান্ধবদের ওইসব বই পড়তে দিতেন। কিন্তু এক বন্ধু একটা বাজে কাণ্ড করে বসলেন। দামী দুস্প্রাপ্য সংস্কৃত বই নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেওয়ার নামগন্ধ নেই। বিদ্যাসাগর তাগাদা দিয়ে বইটি ফেরত চাইলেন। ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন। সে কি কথা তিনি কবে ওই ফেরত দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সব শুনে খুব বিরক্ত হলেন, তিনি জানেন তাঁর বন্ধু সত্যি বলছেন না,বইটি তিনি ফেরত পান নি।মনে মনে ভাবলেন কস্মিনকালে আর কাউকে বই দেবেন না। বইটি তখন সুদূর জার্মানি ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না, যাতায়াত ব্যবস্থা আজকের মত সুগম নয়। মনে মনে একটু কষ্ট পেলেন আহা দুস্প্রাপ্য বইটা হাতছাড়া হয়ে গেল। তবে এই বইটি শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়। ওই হারিয়ে যাওয়া বই নিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিচিত এক বইওয়ালা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। চেনা বই দেখে বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন- এ বই তুমি কোথা থেকে পেলে? বলাবাহুল্য বইটি বিদ্যাসাগর যে বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি থেকে বইওয়ালা পুরনো বইয়ের দরে বইটা কিনেছে। বিদ্যাসাগর আবার নিজের ওই বই বইওয়ালার থেকে কিনে নিলেন। আর ঠিক করলেন ভবিষ্যতে বই তো দূর এক টুকরো কাগজ লাইব্রেরী থেকে কাউকে নিয়ে যেতে দেবেন না। বই প্রতি ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগরের ভালোবাসা এবং প্রীতি ছিল। ছোটবেলায় পয়সা পেলেই তা দিয়ে বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বই কোথায় রাখবে সে নিয়ে তাঁর বেশি চিন্তা ছিল না। কারণ তিনি তখন কলকাতার একটি ঘরে থাকতেন বিতার সঙ্গে। পিতা ও পুত্রের শোবার জায়গা অতি অল্প ছিল। ফলে বই কোথায় রাখবে তার কোন ঠিকানা ছিল না। ভয়ে তক্কার তলায় বই গুঁজে রাখতেন, পাছে তার পিতা বকুনি দেয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

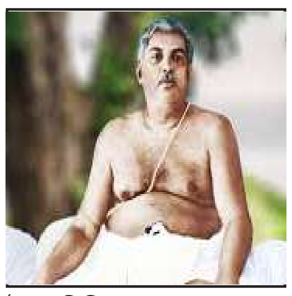

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে ।ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখাা সম্ভব।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ সেন তিনি সকাল বেলায় গঙ্গা স্নান করে মা কালীর পুজোর আয়োজন করতেন এবং গলা ছেড়ে মায়ের গান ধরতেন। মায়ের গান গেয়ে কালী মায়ের মনটাকে নরম করে দিতে পারতেন রামপ্রসাদ। গানের জন্য তিনি একবার বাজার যেতে পারেননি। ঘরে একটি চালও নেই যে ভাত ফুটিয়ে সবাই খাবেন।

সাধক রামপ্রসাদ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি মায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা করলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য। ঠিক কিছুক্ষণ পরে পাড়ার একজন প্রতিবেশী রাম প্রসাদের বাড়িতে এসে তাঁর পায়ের কাছে দুপুরের খাবার রেখে দিয়ে চলে গেল। ঠাকুর রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন এটা তাঁর মায়ে কৃপা। তিনি বলতে থাকলেন যে এক মনে যদি মায়ের নাম স্মরণ করে কোনও কিছু চাওয়া যায় তাহলে কারোর কোনও কষ্ট থাকে না। সবার কষ্টের সমাধান তিনি করে দেন। মা কালী সবার দিকে সমান দৃষ্টি রাখেন। তার কাছে কেউ ছোট বড় নয়। সবাই তাঁর কাছে সমান। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। নিজের সন্তান বলে মনে করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরলা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সরলা দেবী ঘোষালের অবদান কম ছিল না। ১৯০৩ সালে কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে মহিলা সংগঠন ‘লক্ষ্মী ভাণ্ডার’ সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। সরলা দেবী ঘোষাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তিনি স্বর্ণকুমারী ঘোষাল এবং জানকী নাথ ঘোষেলের কন্যা ছিলেন। “In 1903, women’s organization sprnag up on

Cornwallis Street by the name of ‘Lakshmir Bhandar’ under the leadership of an extraordinary woman.”। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গা ধর তিলক বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং তিনি বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করতে থাকেন। সেই সময়ে বোম্বাইতে গিয়ে উপস্থিত হন সরলা দেবী ঘোষাল। তিনি তখন তাঁর একটি আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং সেখান থেকে তিলকের দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। যদি সেই সময়ে তিলক সশস্ত্র সংগ্রাম করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। ১৮৯১ সাল থেকে স্বদেশি পণ্য ক্রয় করারর ওপরে জোর দিতে থাকে স্বদেশীরা। তারা প্রচার করতে শুরু করে বিদেশি পণ্য পরিহার করে স্বদেশি পণ্য ক্রয় করা উচিত। ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ‘স্বদেশি ভাণ্ডার’ হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধি রোড) গড়ে তুললেন। তারপরে ১৯০৩ সালে ‘লক্ষ্মী ভাণ্ডার’ গড়ে তোলেন সরলা দেবী ঘোষাল। তিনি আবার ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি আবার যুবকদের শরীর চর্চার জন্য ‘জুজুৎসু’ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন বালিগঞ্জে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম গানটি গেয়ে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তারপরে আমরা দেখতে পেলাম এই গানটি ক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাতীয় সঙ্গীত এবং স্লোগান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সরলা দেবী সেই সময়ে ময়মনসিং সফর করেন এবং সেখানে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। ১৯০০ সালে একটি গোপন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, সরাল দেবী ঘোষাল এবং জাপানি পণ্ডিত কাকুজো ওকাকুরা। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল গোপনে গেরিলা আক্রমণ করে ব্রিটিশ আধিকারিকদের হত্যা করে দ্রুত ভারতকে স্বাধীন করা। এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন সতীশ মুখার্জি, নিবারণ ভট্টাচার্য, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং বিখ্যাত কলকাতার ব্যারিস্টারসহ আরও অনেকে। সরলা দেবী ঘোষাল প্রথম সংগঠন তৈরি করলেন যেখানে যুবকেরা শারীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করবে। দেশি যুবকদের শক্তিশালী না হতে পারলে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন সরলা দেবী ঘোষাল। স্বামী বিবেকানন্দ সরলা দেবী ঘোষালকে শারীরিক চর্চার কেন্দ্র প্রস্তুত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন । পরে তিনি একজন পাঞ্জাবী আইনবিদ রামভোজ দত্ত চৌধুরীকে বিবাহ করেন। “A most interesting appreation of Sarala Devi Ghosal, who had been requested by Swami Vivekananda to renounce the wold and take up the cause of Indian women. ” যাই হোক না কেন ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে রিপোর্ট ছিল যে সরলা দেবী ঘোষাল যেভাবে একেব পর এক একটি সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেছেন তার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সেটা যে পুরোপুরি স্বদেশি হাওয়ার স্রোত তৈরি করার অনুকূলে।)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি সঙ্গীত রচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে সুর দেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। তিনি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রথম মহিলা উপাচার্য ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ওপরে খুবই আস্থা এবং ভরসা রাখতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তিনি বহু বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় রাখতেন। ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতটি তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন পরের বাকি অংশটা সরলা দেবী চৌধুরী গেয়েছিলেন। শুধু সঙ্গীতের ওপরে তাঁর দক্ষতা ছিল এমনটা নয়, তিনি বিপ্লবী সংগঠনটাকে ভালো বুঝতে পারতেন। সেই কারণে বাংলার বহু বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গিনী হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। কবিগুরু তাঁর সুরের প্রশংসা করেন। স্বদেশি আন্দোলনে বাংলার মহিলাদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তিনি অস্ত্র ধরেননি বটে। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেননি বটে। কিন্তু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ সুর সৃষ্টিতে সরলা দেবীর ভূমিকা রয়েছে। সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম দুই স্তবক গান। তারপরে স্তবকের সুরারোপ করেন সরলা দেবী চৌধুরানি। বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে এই গানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ‘বন্দে মাতরম’ গান ছাড়াও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকের ‘সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে’ তিনি বাগেশ্রী রাগে সুরারোপ করলেন। সারা জীবন ধরে তিনি সুরের খোঁজ করে গিয়ে ছেন। তিনি যে সুরের কাঙাল ছিলেন সেটা তাঁর বিভিন্ন গান শুনলে বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর মামা। তিনি মামার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বহু গান সরলা দেবী চৌধুরীরানি সুর দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে ‘এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ’ গানটি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। কিন্তু সুর দিয়েছেন সরলা দেবী। রবীন্দ্রনাথ সুরের ব্যাপারে সরলার ওপরে বেশ ভরসা করতে পারতেন। সঙ্গীত শেখার জন্য সরলা সব সময়ে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। মায়ের কাছ থেকে সুর করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মা তাঁকে গান এবং কীভাবে সুর তৈরি করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেন। মা' ই ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম সঙ্গীতের শিক্ষিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন'দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ছিলেন সরলা। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ছিলেন তিনি দেবী সরস্বতী। দাদা মশাই মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। মাতুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভায় তাঁর নাম চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের দূত। বহু অনাদরে শৈশব কালটা কেটেছে। তবুও মা তাঁকে সুরের জগতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করান বলেই বাংলার ভাগ্যাকাশে এই রকম একজন সঙ্গীত প্রতিভা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মতো সরলা পিয়ানো বাজাতে শুরু করেন। তিনি পিয়ানো দিয়ে বহু সঙ্গীতের সুর তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান পিয়ানোতে সুর দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে. ছিলেন। বেহালাও বাজাতে পারতেন। মা তাঁর নিজের মেয়েকে সঙ্গীতে পারদর্শী করে তোলেন। তবে সরলার একটি স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তিনি যে কোনও গানকে সুর দিয়ে অসাধারণে পরিণত করতে পারতেন। সেই কারণে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেই সময়ে হাজার টাকার দামে হীরে-চুনির সেট করা একটি জড়োয়া নেকেলস উপহার দেন। তিনি সরলাকে বলেছিলেন ‘তুমি হচ্ছো সরস্বতী। তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্য।’ সরলা দেবী দাদামশাইকে সবার সমানে প্রণাম করেছিলেন। . বড়িতে সেই সময়ে দেশি গানের পাশাপাশি বিদেশি গানও শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। পরিবারের সবাই সেই প্রশিক্ষণে যোগদান করতো। বাড়িতে এসে মেমরা মহিলাদের বিদেশি সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে যেত। ঠাকুর বাড়ির মহিলারা মেমদের কাছ থেকে বিদেশি গান শিখতো। পিয়ানো এবং বেহালাতে চমৎকার সুর তুলতে পারতেন সরলা। শ্রোতাদের অবাক করে দিতেন। তখন ঠাকুর বাড়িতে সাহেবদের নিয়ে জলসায় পিয়ানোতে গান বাজাতেন সরলা। এত সুন্দর পিয়ানো বাজাতে তিনি পারতেন যে সাহেবরা পর্যন্ত অবাক। কীভাবে একজন বাঙালি মেয়ে এত সুন্দর করে তাদের পিয়ানো বাজাতে পারলো তা নিয়ে চলতো আলোচনা। প্রবাসী মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ সূত্র ধরে তিনি মহারাষ্ট্রে যান। সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে গানের সুর সংগ্রহ করতে লাগলেন। হোলির গান সংগ্রহ করলেন।

বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞান সাধক ড. শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব মিশ্র

ড.শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী। শ্যামাদাস চট্টাপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর সরশুনার এক অবস্থাপন্ন পরিবারে। পিতা শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের) হাজারিবাগের ডিস্ট্রিক্ট জজ। পিতার স্থানান্তরযোগ্য চাকরির কারণে কলকাতার হাজারিবাগের ও শেষে কটকের রাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বি.এসসি. এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি পাশ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেবেন্দ্র মোহন বসুর অনুসরণে কলকাতার বোস ইনস্টিটিউট তথা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দেন সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পরমাণুর বিভাজন আবিষ্কারের সফলতার সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই নিজের উদ্যোগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। রাধেশ্যাম ঘোষের সহায়তায় নিজে Geiger Muller counter ˜Äy ionization chamber তৈরি করেন। পরের বৎসরেই ‘spontaneous fission of Uranium অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডি.এসসি ডিগ্রি লাভ করেন । নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তিনিই দেশে প্রথম ডক্টরেট।

কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কর্ম জীবন শুরুর পর, শ্যামাদাস ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কানাডার ওটাওয়াতে ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করেন । ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফেরার পর বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগে লেকচারারের পদে নিয়োগ করেন। পরে রিডার পদে উন্নীত হন। এখানে তিনি রেডিও কার্বণ ডেটিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করে ভারতে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান হন। প্রচুর পরিশ্রম, কর্মদক্ষতায় বিভাগটির সার্বিক উন্নয়ন করেন।

তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানির মিউনিখে টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স -এ কাজ করেন। ইউরেনিয়াম পরমাণুর ‘spontaneous fission’ বা’ স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন’ বিষয়ে গবেষণায় আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতি অর্জনের পর তিনি cosmic rays (কসমিক রশ্মি)'র উপরও কাজ করেন।

তিনিই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের বক্রেশ্বরের ‘Hot Springs’ বা উষ্ণ-প্রস্রবণে হিলিয়ম গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এক ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেটি Department of Atomic Energy অধিগ্রহণ করে।

একে কেন্দ্র করেই তিনি বহু বছর আগে ‘কোল্ড ফিউশন’ এর কথা জোরের সাথে ঘোষণা করেছিলেন। তখন তা গুরুত্ব না পেলেও এখন বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সাড়া পড়ে গেছে। অসুস্থ শরীরে,১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তার সর্বশেষ গবেষণাপত্র ‘ক্লোরোফিল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন’।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

প্রকৃতি ভয়ঙ্কর হচ্ছে, সমাধান কোথায় ?

চিত্তজিৎ দত্ত

দুর্যোগ বাড়ছে, প্রস্তুতি কোথায়? ভারত যেন ক্রমশ এক অদ্ভুত দ্বৈত বাস্তবতার দেশে পরিণত হচ্ছে। একদিকে উন্নয়নের ঝলক, স্মার্ট সিটি, এক্সপ্রেসওয়ে, বুলেট ট্রেন, ডিজিটাল বিপ্লব; অন্যদিকে প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, ভূমিধস, বজ্রপাত, খরা কিংবা অগ্নিকাণ্ডে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু। প্রকৃতি যেন বারবার সতর্ক করছে, অথচ রাষ্ট্র ও সমাজ সেই সতর্ক বার্তা শুনেও যেন শুনছে না। দুর্যোগ এখন আর হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি ভারতের প্রতিদিনের বাস্তবতা। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, দুর্যোগের সংখ্যা বাড়লেও প্রস্তুতির মান সেই অনুপাতে উন্নত হচ্ছে না। বরং বহু ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, উদাসীনতা এবং রাজনৈতিক প্রচারের আড়ালে প্রকৃত প্রস্তুতির অভাব আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

ভারত ভূগোলকৌশলগতভাবেই এক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে দীর্ঘ উপকূলরেখা, পশ্চিমে শুষ্ক অঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে অতিবৃষ্টিপ্রবণ এলাকা; প্রকৃতির প্রায় সব ধরনের চ্যালেঞ্জ এই দেশের সামনে রয়েছে। কিন্তু গত এক দশকে যে পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে, তা হল দুর্যোগের তীব্রতা ও ঘনত্ব। আগে যে বৃষ্টি তঅস্বাভাবিক বলা হত, এখন তা প্রায় নিয়মিত। যে তাপপ্রবাহকে একসময় শতাব্দীর বিরল ঘটনা ধরা হত, এখন প্রতি গ্রীষ্মেই বহু রাজ্যে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। পাহাড়ে হঠাৎ ধস, শহরে জলমগ্ন রাস্তা, নদীর গতিপথ বদল, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস; সব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন ক্রমাগত অস্থির হয়ে উঠছে।

এই অস্থিরতার পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে রয়েছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধু আবহাওয়ার চরিত্র বদলাচ্ছে না, মানুষের জীবনযাত্রাকেও বিপজ্জনক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা শুধু প্রকৃতির নয়; সমস্যাটা মানুষেরও। কারণ প্রকৃতি যতটা ক্ষতি করে, তার

চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে মানুষের অব্যবস্থা।

ভারতের প্রায় প্রতিটি বড় দুর্যোগের পর একই দৃশ্য দেখা যায়। প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে প্রচার হয়, ত্রাণ পৌঁছয়, মন্ত্রী-আমলারা এলাকা পরিদর্শনে যান, সংবাদমাধ্যমে মানবিক ছবির বন্যা নামে। কিন্তু কয়েক মাস কাটতেই সব ভুলে যাওয়া হয়। পরের বছর আবার একই জায়গায় একই বিপর্যয় ফিরে আসে। যেন দুর্যোগ নয়, এটি এক পুনরাবৃত্ত নাটক। প্রশ্ন হল, কেন? কারণ আমাদের দুর্যোগ নীতি এখনও মূলত প্রতিক্রিয়ামূলক, প্রতিরোধমূলক নয়। অর্থাৎ বিপর্যয় ঘটার পর আমরা সক্রিয় হই, কিন্তু তার আগে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি খুব কমই নেওয়া হয়। নদী ভরাট করে বহুতল গড়ে ওঠে, পাহাড় কেটে হোটেল বানানো হয়, জলাভূমি ধ্বংস করে শহর বিস্তৃত হয়, বন কেটে রাস্তা তৈরি হয়; আর তারপর যখন বন্যা বা ধস নামে, তখন আমরা একে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে দায় সেরে ফেলি। অথচ এর অনেকটাই মানুষের তৈরি বিপদ। কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু কিংবা চেন্নাই; ভারতের প্রায় সব বড় শহরই আজ সামান্য বৃষ্টিতে হাঁটু জলে ডুবে যায়। কারণ শহর পরিকল্পনা ব্যর্থ। নিকাশি ব্যবস্থা পুরনো, জলাধার বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, অপরিকল্পিত নির্মাণে শহরের প্রাকৃতিক জলনিকাশ নষ্ট হয়েছে। ফলে বৃষ্টি আর শুধু বৃষ্টি থাকে না; তা শহুরে দুর্যোগে পরিণত হয়। এই ব্যর্থতার দায় কি শুধুই প্রকৃতির? পাহাড়ি অঞ্চলেও একই চিত্র। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল বা উত্তর-পূর্ব ভারতে বারবার ধস নামছে। বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই সতর্ক করছেন, পাহাড়ের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। কিন্তু পর্যটন ও নির্মাণ ব্যবসার চাপে সেই সতর্কতা উপেক্ষিত। নদীর ধারে হোটেল, পাহাড় কেটে রাস্তা, নির্বিচারে গাছ কাটা; সব মিলিয়ে প্রকৃতি যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় মূল্য দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হল প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব। কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েন, আমলা তান্ত্রিক জটিলতা, তথ্যের ঘাটতি; সব মিলিয়ে জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, আগাম সতর্কবার্তা থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন তা কার্যকরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। ফলে প্রাণহানি বাড়ে। প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়েও যদি মানুষ সময়মতো বিপদের খবর না পান, তাহলে তা নিছক ব্যর্থতা নয়, এক ধরনের অপরাধ।

তবে শুধু সরকারকে দায়ী করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। সমাজ হিসেবেও আমরা প্রস্তুত নই। দুর্যোগ সচেতনতা এখনও আমাদের শিক্ষা বা সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠেনি। ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে, বন্যার সময় কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, তাপপ্রবাহে কীভাবে বাঁচতে হবে; এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। স্কুলে পরীক্ষার নম্বর শেখানো হয়, কিন্তু জীবন বাঁচানোর শিক্ষা খুব কমই দেওয়া হয়। ফলে বিপর্যয়ের মুহূর্তে আতঙ্ক ও গুজব পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন দরিদ্র মানুষ। কারণ দুর্যোগ কখনও সমানভাবে আঘাত করে না। শহরের বহুতলের বাসিন্দা হয়তো জল জমলে কয়েকদিন অসুবিধায় পড়েন, কিন্তু বস্তিবাসী সব হারান। কৃষকের ফসল নষ্ট হয়, দিনমজুরের কাজ বন্ধ হয়, নদীভাঙনে গ্রাম উধাও হয়ে যায়। অর্থাৎ দুর্যোগ শুধু প্রাকৃতিক নয়, এটি সামাজিক বৈষম্যকেও আরও গভীর করে। ভারতের অর্থনীতির উপরও এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। কৃষি, পরিবহণ, পর্যটন, শিল্প; সব ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের প্রভাব পড়ছে। অথচ দীর্ঘমেয়াদি পরিক ল্পনার বদলে আমরা এখনও মূলত ক্ষতিপূরণ-কেন্দ্রিক রাজনীতি করছি। দুর্গতদের হাতে কিছু টাকা তুলে দিলেই যেন দায়িত্ব শেষ। কিন্তু পুনর্গঠন, পরিবেশ সংরক্ষণ, টেকসই নগর পরিকল্পনা; এই মৌলিক বিষয়গুলি এখনও অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে আসছে না।

পণ্ডিত যোগেশ চন্দ্র বাগল

শঙ্করলাল কর্মকার

সস্তা খ্যাতি,প্রতিপত্তির দিকে তিনি কোনওদিন ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করেন নি। বরাবরের জন্য থেকেছেন প্রচার বিমুখ। হয়ত সেই কারণে তিনি বোধহয় সারাজীবন লো-প্রোফাইল হিসেবে মানুষ হয়ে থেকে গিয়েছেন!

বাংলা,বাঙালি ও বাঙালির ইতিহাস জানতে যে সব মানুষ আমাদের ঋদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগল স্মরণীয় এক নাম। নীরদচন্দ্র চৌধুরী'র মত খুঁতখুঁতে ব্যক্তিত্ব একবার একটি বিষয়ে সন, তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়লেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন এই সমস্যা একমাত্র দূর করতে পারেন যোগেশচন্দ্র বাগল। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটে, নিজের স্মৃতি থেকে চোখ বন্ধ করে নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে সঠিক তারিখ বলে দিলেন যোগেশচন্দ্র। অসাধারণ স্মৃতিধর মানুষটা যখন দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন, সেইসময় যারা তাঁকে পাঠ করে শোনাতেন তাদের অসাবধান বশতঃ কোনও সন,তারিখের ভুল হলে সাথে-সাথে ধরিয়ে দিতেন, কোন তথ্য কোন বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ বলে দিতে পারতেন অনায়াস দক্ষতায়। নিজের পোশাক, চাল-চলন সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বলতেন - ‘আমি খাঁটি পল্লী মায়ের সন্তান,পোশাক-আশাকে কখনই ফিটফাট হইতে পারি নাই,চলনে-বলনেও কেতা দুরস্ত ছিলাম না,কলিকাতায় কয়েক বৎসর কাটাইয়াও অমনটি হইতে পারি নাই'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদ্যাসাগর বিষয় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন যোগেশচন্দ্র বাগল। লিখিত বক্তব্য আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবার রীতি, তখন তাঁর চোখের অবস্থা বেশ খারাপ,বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত বক্তা,সামনে বিদগ্ধ শ্রোতা,ছাত্র-ছাত্রী। তিনি বললেন, খাতা দেখে পাঠে অসমর্থ,কারণ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। বক্তৃতা আরম্ভ করলেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন,সবাই বিস্মিত,হতবাক,কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। মে ২৭ ১৯০৩, যোগেশচন্দ্র পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন,পৈত্রিক আবাস বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল। ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেধাবী যোগেশচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাশ করে খুলনার বাগেরহাট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়তে ভর্তি হন। আর্থিক অনটনে এম.এ.পড়া স্থগিত করে গৃহ শিক্ষকতা করতে নামলেন অর্থো পর্জনের তাগিদে। কয়েকটি ছাত্র পড়িয়ে সামান্য কিছু অর্থ উপার্জন করেন,সেই টাকায় ভরণপোষণ চালাতে হয়। থাকতেন কলকাতার এক মেসবাড়িতে। সেখানে রুমমেট সতীনাথ আচার্য ‘প্রবাসী প্রেসে’ কম্পোজিটারের কাজ করতেন, তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যদি ওই পত্রিকার দপ্তরে একটি কাজ হয়। অচিরেই অবশ্য ‘প্রবাসী’ এবং ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায় ভ্রম-সংশোধন বিভাগে কাজ পেয়েছেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,পরে নিজের যোগ্যতায় সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হয়েছেন,তখন থেকে সজনীকান্ত দাস,রামানন্দ চট্টো পাধ্যায়,ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরির মত ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শে এসেছেন।

গবেষণার কাজে নিমগ্ন হয়েছেন, ‘দেশ’-এর মত এলিট পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে যারা গবেষণার কাজে সাহায্য চেয়েছেন কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেন নি, সাংবাদিকতা পেশা হলেও গবেষণা করেছেন নিরলস অধ্যাবসায়ের সাথে। কেমন ছিল তাঁর পারিশ্রমিক যখন কাজ করতেন ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়! সারা জীবন তিনি সারস্বত সাধনা করে গিয়েছেন। সাহিত্য সাধনা করার পাশাপাশি তিনি অধ্যাপনার কাজে পাদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৮ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৫ মে, ২০২৬ থেকে সমস্ত ডিভিশন ও ইউনিটে সচেতনতামূলক কার্যসূচি এবং এই পরিবেশ সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ সক্রিয়ভাবে পালন করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়বস্তুর অধীনে পরিচালিত এই আয়োজন, ৫ জুন ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চলবে, এখানে পরিবেশ সংরক্ষণ, দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে সম্মিলিত দায়িত্বের

গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানের প্রচারভিযানের অংশ হিসেবে, রেলকর্মচারী, যাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমগ্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নেটওয়ার্কে বৃক্ষরোপণ অভিযান, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সচেতনতা র‍্যালি, সেমিনার এবং পরিবেশ-বান্ধব পদক্ষেপগুলি সহ বিভিন্ন কার্যসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস, রেলওয়ে স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনিগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জল সংরক্ষণ এবং রেল কার্যক্রমে পরিবেশ-বান্ধব রীতির অনুসরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। রেলওয়ে আধিকারিক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী, স্কাউটস ও গাইডস এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা এই সচেতনতা অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। একটি তাৎপর্যপূর্ণ জনসংযোগ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়, মালিগাঁও- এ এনএফআর স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস দ্বারা পরিবেশ সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা এবং প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে নুক্কড় নাটকও পরিবেশিত হয়। এই পরিবেশনাগুলি যাত্রী ও সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সম্মিলিত পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে। পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাটিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন স্থানে যাত্রী, রেলকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পাটের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ এবং পচনশীল সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হলো একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং দৈনন্দিন জীবনে স্থায়ী বিকল্পগুলির প্রসার ঘটানো। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পরিবেশ-বান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং উত্তর- পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী ও পরিবেশ-বান্ধব রেল চলাচল নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদযাপনটি ৫ জুন, ২০২৬ তারিখে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'-এর উপলক্ষে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশন ও ইউনিটে বিশেষ কার্যসূচি, সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং পরিবেশ-সংরক্ষণ সংক্রান্ত শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।

ওভারহেড সৈতু তৈরি হবে মেমারি ও রসুলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৮ মে ঃ মেমারিবাসীর জন্য বড় সুখবর, শুরু হচ্ছে দুই ওভারহেড রেল ব্রিজের কাজ। কাটতে চলেছে দীর্ঘদিনের অসহনীয় মোটা যানজট সমস্যা। পূর্ব বর্ধমানের মেমারি বিধানসভা এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবি অবশেষে বাস্তবের পথে। মেমারি ও রসুলপুর রেলগেটে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দুই ওভারহেড রেল ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল রেল ও রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রেল এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা এই দুই প্রকল্পের চূড়ান্ত সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করেছেন। উল্লেখ্য, এই দুটি রেল গেটে একসঙ্গে মেল, এক্সপ্রেস, মালগাড়ি ও লোকাল মিলিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রেন একসঙ্গে পারাপার করে। ফলে জিটি রোডের ওপর ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি হয়। মেমারির বিধায়ক মানব গুহ জানিয়েছেন, মেমারি ও রসুলপুরের মানুষের কয়েক দশকের স্বপ্ন ছিল এই ওভারহেড ব্রিজ। অবশেষে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। বুধবার দুই জায়গাতেই সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে এবং খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। জানা গেছে, মেমারি রেলগেটের ওভারহেড ব্রিজের কিছু নথিপত্রের কাজ বাকি থাকলেও আগামী ছ'মাসের মধ্যেই নির্মাণকাজ শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিধায়কের কথায়, আগামী জানুয়ারির মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, রসুলপুর রেলগেটের অবস্থান কিছুটা বাঁকানো হওয়ায় সেখানে নকশা তৈরিতে অতিরিক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন হচ্ছে। তবে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী ১০ থেকে ১২ মাসের মধ্যেই সেখানেও কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। এদিকে, মগরা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত জিটি রোডকে ফোর-লেন করার কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। সেই কারণে এই দুই ওভারহেড ব্রিজ এবং সংযোগকারী রাস্তা ফোর লেন হিসেবেই তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ মে ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ফের আর্থিক কেলেঙ্কারি ও বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। পুলিশি অভিযানে ধৃত ওই নেতার নাম নিত্যাশিষ মজুমদার ওরফে মনুয়া। তিনি বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ পদে আসীন এবং এলাকার হেভিওয়েট নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে বালি পাচারের সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃত তৃণমূল নেতা নিত্যাশিষ মজুমদারকে বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

ভোট প্রচারে এসে কথা দিয়েছিলেন ... রাজ্যে পালাবদল হতেই সেই কথা রাখতে কোচবিহারে মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৮ মে ঃ ভোট প্রচারে এসে কথা দিয়েছিলেন .. রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপি সরকার আসতেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে কোচবিহারে এলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যকারিনী সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে কোচবিহারে পৌঁছে কোচবিহারের সার্কিট হাউসে বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে একপক্ষ আলোচনা সারেন তিনি। বেলা গড়াতেই রওনা দেন কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কথা বলেন এমএসভিপির সাথে। এরপর প্রতিশ্রুতি মতো পৌঁছে যান কোচবিহারের ক্যান্সার সেন্টারে। উল্লেখ্য বাম আমলে এই ক্যান্সার সেন্টার তৈরি হওয়ার আগে কোচবিহারের রাস মেলা মাঠে ক্যান্সার সেন্টারের সাহায্যে চাঁদা তুলতে এসেছিলেন তিনি। ফলে ভোট প্রচারে তিনি যখন কোচবিহারে এসেছিলেন তখন ক্যান্সার সেন্টারের এই অবস্থার কথা শুনে তিনি বলেন যদি সরকার পরিবর্তন হয় আমি

আসবো এবং এর উন্নতির চেষ্টা করব। বৃহস্পতিবার ক্যান্সার সেন্টারে পৌঁছলেন ক্যান্সার সেন্টারের ভিতরে বিধায়কদের পাশাপাশি জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে কথা বলার পর টেলিফোনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এই ক্যান্সার সেন্টারকে আরো উন্নত করতে হবে। জেলাশাসক এর সাথে কথা হয়েছে উনি বিস্তারিতভাবে এই ক্যান্সার সেন্টার সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য যাচাই করে একটি প্ল্যান তৈরি করবেন এবং তা আমি মুখ্যমন্ত্রীকে দেব। প্রাথমিক অবস্থায় কিছু কম্পিউটার ও বেডের প্রয়োজন যা আমি আমার নিজের পয়সা থেকে দেবো বলে জানিয়ে দিয়েছি। মেডিকেল কলেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এখানে যে সমস্ত সাধারণ রোগীরা ভর্তি থাকে তারা এই প্রচন্ড গরমে কষ্ট পায় আমরা বাতানুকুল গাড়িতে থাকি বাতানুকুল ঘরে থাকি তারা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে থাকেন সে কারণেই ইতিমধ্যে আমার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে জেলাশাসকের সাথে কথা হয়েছে উনি বিস্তারিত প্ল্যান পাঠাবেন মেডিকেল কলেজের জেনারেল বেড শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন - বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না কিন্তু ওরা যদি বাধা দেয় তাহলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে মাথা গরম হয়ে গেলে আমি উল্টোপাল্টা বলি। স্বভাবতই ক্যান্সার সেন্টার নিয়ে কোচবিহারের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি সেই দাবিকে এবার পূর্ণ হবে ? আশায় ঘুম পাচ্ছেন ক্যান্সার সেন্টারে কর্তব্যরত নার্সরা। সেন্টার যদি উন্নতি হয় তাহলে আমাদের সবার উন্নতি হবে আমরা সেটাই চাই। আমরা আশায় বুক বেঁধে রয়েছি যে হাসপাতাল এবার ভালো হবে। বৃহস্পতিবার মিঠুন চক্রবর্তীর পাশাপাশি বিধায়করা উপস্থিত ছিল এই প্রসঙ্গে দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন - মিঠুন চক্রবর্তী ভোট প্রচারে এসে কথা দিয়েছিলেন। কোচবিহার ক্যান্সার সেন্টারের উন্নতি এবং এম জে এন মেডিকেল কলেজের জেনারেল বেডকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন ক্যান্সার সেন্টারে যা যা সমস্যা রয়েছে সেগুলো খুব দ্রুত মিটে যাবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। দীর্ঘ সময় বঞ্চিত থাকার পর আবার নতুন করে আশায় বুক বাঁধছে মানুষ ক্যান্সার সেন্টারকে কেন্দ্র করে? গরিব মানুষের একমাত্র ভরসা এই ক্যান্সার সেন্টার তাহলে কি আবার নতুন রূপে সাজবে ? উত্তরের অপেক্ষায় সমগ্র কোচবিহারের মানুষ।

পেট্রোল পাম্পে জল মেশানোর অভিযোগে উত্তেজনা

সুজিত দত্ত,বর্ধমান, ২৮ মে ঃ একটি ভারত পেট্রোলিয়াম পেট্রোল পাম্প থেকে তেল নেওয়ার পর একাধিক বাইক বিকল হয়ে পড়ায় বুধবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের অভিযোগ, পেট্রোলের সঙ্গে জল মেশানো হয়েছিল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পাম্পে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাম্প থেকে তেল ভরার কিছুক্ষণের মধ্যেই একাধিক বাইক আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। পরে মেকানিকদের কাছে নিয়ে গেলে তাঁরা ট্যাঙ্কে জল থাকার সম্ভাবনার কথা জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা পাম্পে গিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। অভিযোগ অস্বীকার করেছে পাম্প কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, পেট্রোলে মেশানো ইথানলের কারণে 'ফেজ সেপারেশন'-এর জেরে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এটি সাধারণ জল মেশানোর ঘটনা নয়, বরং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এমন পরিস্থিতি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেলের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাম্পে সাধারণ পেট্রোল বিক্রি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে 'স্পিড' পেট্রোল সরবরাহ চালু থাকবে বলে পাম্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এক নবজাতক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাতভর তুমুল উত্তেজনা ছড়াল। এই ঘটনায় চিকিৎসার গাফিলতির অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিজনেরা। অভিযোগ অনুযায়ী, স্টেশন পাড়া এলাকার এক গর্ভবতী মহিলাকে বুধবার রাতে নকশালবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পরও কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা বা নার্সরা তাঁর দিকে মোটেও নজর দেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হাসপাতালের স্ট্রেচারের ওপর কিংবা চত্বরেই ওই মহিলা একটি সন্তানের জন্ম দেন। জানা গেছে, জন্মের পর শিশুটি কেঁদে উঠলেও সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পাওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা এবং হাসপাতাল চত্বরেই বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক। অভিযুক্ত ডিউটি ডাক্তারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ও সাসপেনশনের দাবি জানিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-N.I.T No – WBIW/EE/KMD/e-NIT-03/2026-27.
On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Security service :- 1) **Amount Put to Tender Rs.** 20,55,964.00 (**Security service**). Last date of application of tender **10.06.2026 upto 17.00 Hrs**. Detailed information is available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in**
Sd/- M. Kundu, Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura.
ICA- T8833(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO. HST/4T-126-2026/KITS-RT(381)/2026/392; DATED : 26-05-2026
Re E-TENDER FOR PROCUREMENT OF SOME KITS, CHEMICALS & REAGENTS FOR TWO YEARS FROM THE DATE OF AWARD OF CONTRACT (AOC) AND ITS EXTENSION, IF REQUIRED is invited from the Bidders. Interested bidders may visit the website "**https://wbtenders.gov.in**" or "**www.wbhealth.gov.in**" for further details. Bid submission start date (online) : 03-06-2026. Bid submission closing date (online) : 22-06-2026. Bid opening date (online) : 22-06-2026.
Sd/- D.D.H.S. (E&S), W.B. ICA- T8823(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
Tenders have been invited by the Assistant Engineer, Kalna Sub-Division, P.H.E. Dte. for different tender works vide the following NIeT No.: 01/KSD of 2026-2027 (eTender ID:-2026_PHED_1025382_1 to 2). It including it's corrigendum notice (whenever it will be prepared) can be viewed in website-www.wbtenders.gov.in ICA- T8840(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000029, Dated : 21-05-2026
Name of work : "External Painting & Miscellaneous Civil works at Salt Lake Incubation Centre."
Value put to tender : Rs 277059.00
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 033 23571706 / 8336037257
ICA- T8832(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 01/EE/BD/W&S/KMDA of 2026-27 (3rd Call)
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Baranagar Division, W &S. Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076, from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion**, Repairing of 1 no leakage in 1200 mm dia MS Raw Water Main of BKTP Ph-II near UCO Bank at Ariadaha within Kamarhati Municipal area., Rs.1,48,259/-, Rs.3,055/-, 02 days, **End date & time of online bids submission:** 12.06.2026 at 15:45 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-45)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T8813(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE FOR CORRIGENDUM NOTICE NO-8 (Date)
Irrigation & Waterways Directorate
Ref. e-NIT No.:- WBIW/SE/CE(W)/NIT-09e/2025-26
(Tender Id:- 2026_IWD_996915_4)
For higher participation of bidders to culminate the tender process, the document download end date/ Bid submission end date is now extended up to 09.06.2026 till 12:30 Hours instead of 25.05.2026 till 12:30 Hours and technical bid opening date is extended up to 12.06.2026 at 15:00 Hours instead of 29.05.2026 at 15:00 Hours. All others terms and condition as laid down in the NIT remain unchanged. Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (West) I &W Dte Purba Bardhaman.
ICA- T8836(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE Asansol, Sub-Division, P.W.D. invite online e-tender NIT No. 03 OF 2026-27 for the work of i) Re-Construction of damaged boundary wall beside court road from tea shop to Electric Division Office under Asansol Division, PWD Paschim Bardhaman. Estimated Amount :- Rs. 2,67,478.00. **Tender Id:- 2026_WBPWD_5014634_1.** Bid submission Start date (Online):- 05.06.2026 at 13:30 P.M. Bid submission closing date (Online) :- 12.06.2026 at 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender Documents may be downloaded from: **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/- AE/ASN/S-DIVN/P.W.D.
ICA- T8845(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte., invites online bids for Name of work: "Replacement of Split type AC Machine at HDU of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Pgs." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-02/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5014656_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 12.06.2026 up to 12.00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: http://etender.gov.in and http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. ICA- T8851(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Bid reference no. WBMSCL/NIT-364/2026, Dated - 27/05/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Repair and renovation work for making arrangement of Eye Bank at Jhargram Super-speciality Hospital, District-Jhargram, 3rd call." Last date of submission of bid (online)-05.06.2026 upto 03.00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 12.00 P.M. on 29.05.2026. Details of the tender will also be available at www.wbmsc.gov.in Clarification requests, if any may be sent to eecivil@wbmsc.gov.in or info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL ICA- T8827(1)/2026

কবীরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
(সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৭৪পিএলসি১৫৭৫৯৮)
রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউজ, ৭ ক্যামাক স্ট্রিট, ইউনিট নং. ৩বি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১৭, ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩,
ই-মেলঃ kilgroup2010@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১-মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১-ডিসেম্বর ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১-মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন থেকে আয়	১০.৫৩	১১.০৪	৯.৩২	৪৭.৩৮	৪১.৩২
২.	অন্যান্য আয়	১.৩০	-	০.৩৩	১.৩০	০.৩৩
৩.	মোট আয়	১১.৮৩	১১.০৪	৯.৬৫	৪৮.৬৮	৪১.৬৫
৪.	মোট পরিচালন ব্যয়	৬০.২৮	৫৪.৭৩	৫১.৩৮	২০৭.৯২	১৯৩.১৯
৫.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পূর্বে#)	(৪৮.৪৫)	(৪৩.৬৯)	(৪১.৭৩)	১৫৯.২৪)	(১৫১.৫৩)
৬.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর#)	(৫০.৬০)	(৪৩.৫৭)	(১০২.৬০)	(১৬১.০৭)	(২১২.৪৬)
৭.	উক্ত সময়কাল/বছরের মোট সামগ্রিক আয় (যা উক্ত সময়ের মুনাফা / (ক্ষতি)-কর-পরবর্তী-এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয়-কর-পরবর্তী-নিয়ে গঠিত)	(২৯৪.৪৪)	(১০৭.৬৪)	(৩৩৪.০৭)	(২৮২.৮২)	১০৯৩.৩১
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (প্রতিটি ১০ টাকা)	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯.	অন্যান্য ইক্যুইটি				ক্ষ৩৩৭.১৭	৩৬১৯.৯৯
১০.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) মৌলিক	(১.২৮)	(১.১০)	(২.৫৯)	(৪.০৭)	(৫.৩৭)
	মিশ্রিত	(১.২৮)	(১.১০)	(২.৫৯)	(৪.০৭)	(৫.৩৭)

#কোম্পানিটির কোনো ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেম নেই।

একক আর্থিক ফলাফলের মূল পরিসংখ্যান (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১-মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১-ডিসেম্বর ২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১-মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১-মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন থেকে মোট আয়	১১.৮৩	১১.০৪	৯.৬৫	৪৮.৬	৪১.৬৫
২.	কর-পূর্ব মুনাফা	(৪৮.৪৫)	(৪৩.৬৯)	(৪১.৭৩)	(১৫৯.২৪)	(১৫১.৫৩)
৩.	কর-পরবর্তী মুনাফা	(৪৯.৮৫)	(৪৩.৫৭)	(১০৫.৬১)	(১৬০.৩২)	(২১৫.৪১)
৪.	মোট ব্যাপক আয়	(২৭৪.৮০)	(১০৭.৬৪)	(৩২৩.৯৫)	(২৬৩.১৮)	(১৯৭.৬৫)

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত অংশটি হলো এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি এমএসই-এর ওয়েবসাইট (www.msei.in) এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.kabirdasinvestments.com) পাওয়া যাবে।
২. ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও বছরের জন্য কোম্পানি/গ্রুপের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং ২৮ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এছা।। উক্ত ফলাফল সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।
৩. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য কোম্পানির ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (একক ও সমন্বিত) ওপর একটি অপরিবর্তিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
কবীরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- **জুবিন দীপক মেহেতো**
ডিরেক্টর
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮শে মে, ২০২৬
ডিআইএনঃ ০৬৫৫৮২৫৫

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড
AARES GROUP
সিআইএনঃ এল১৫৪৯৫ডব্লুবি১৯১১পিএলসি০০২২৭৫
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২, ৪০৬৬ ১৫৯০/৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ (নিচের টীকা দেখুন)	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩১.১২.২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৭৬২.৪৩	৩,১০৬.৭২	৯৫৬.০১	৮,৮০৭.১২	৭,০৮২.৪৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৯৯৮.১৮)	৫৩৫.১২	(৯১৫.৬০)	১৪৮.৮১	(৪৮৩.৬০)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৯৯৮.১৮)	৫৩৫.১২	(৯১৫.৬০)	১৪৮.৮১	(৪৮৩.৬০)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৯৬৬.৩৭)	৫২৯.৯৩	(৮৮৯.২৪)	১৭৫.৪৩	(৪৫৮.৪৪)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	(১,০১০.৮৬)	৫২৭.১২	(৯৪০.২৯)	১৫৯.৬৪	(৪৫৯.৬৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (৫ টাকা পেড-আপ)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদ দিয়ে রিজার্ভ				৪,৭৭৬.৭৭	৪,৫৭৪.১৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫ টাকা প্রতি) ক) মৌলিক	(৬.৪৫)	৩.৫৩	(৫.৯৩)	১.১৭	(৩.০৬)
	খ) মিশ্র	(৬.৪৫)	৩.৫৩	(৫.৯৩)	১.১৭	(৩.০৬)

মন্তব্যঃ
১ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৮ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক/অর্ধ বছরের ফলাফলগুলি সংবিধিবদ্ধ দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে নিরীক্ষক।
২ কোম্পানির নিজস্ব চা এস্টেট থেকে সবুজ পাতার উৎপাদন (চা তৈরির জন্য কোম্পানির দ্বারা গৃহীত কাঁচামাল) বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি সহ সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মান নিশ্চিত করা যায়নি। ক্ষয়প্রাপ্ত উ!পাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।
৩ কোম্পানিটি মূলত চায়ের ক্রমবর্ধমান ও উৎপাদনের ব্যবসায় নিয়োজত এবং সে অনুযায়ী সেগমেন্ট রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করার জন্য Ind AS-১০৮ অনুযায়ী আলাদা রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট নেই,
৪ কোম্পানিটি চায়ের চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজত, যা প্রকৃতিতে ঋতুভিত্তিক এবং কর্মক্ষমতা আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং ফসলের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং এইভাবে পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিনিধি হিসাবে বোঝানো উচিত নয়। ৩১শে মার্চ, ২০২৬-এ সমাপ্ত বছরের জন্য। তাই করের বিধান (বর্তমান এবং স্থগিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে গণনা করা হয়।
৫ বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য পূর্ববর্তী বছরকালের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস/পুনঃ গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬ ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in এবং বিএসই লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ সিঙ্ঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৬
ডিআইএন-০০৩৪৩৮৩৭

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৭১১৯ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজি. অফিসঃ ৯/১, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩
ই-মেলঃ rjm.ho@rjm.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com

৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ, যা ২৮.০৫.২০২৬ তারিখে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। (অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত অঙ্ক লাখে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	আগের তিন মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর, তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্তমান সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এযাবৎকালের পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	সমাপ্ত পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এযাবৎকালের পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৭.০১	০.০৮	৫.৯০	২৭.৬৭	৩৮.২৩
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৭১.৩৫)	(৬৫.৯৬)	(৭৭.২১)	(২৫৩.৪৬)	(২৩৬.২৬)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৭১.৩৫)	(৬৫.৯৬)	(৭৭.২১)	(২৫৩.৪৬)	(২৩৬.২৬)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৫৪.৫৮)	(৮২.৭৭)	(৩.১১)	(২৫৩.৫০)	(১৬২.১৬)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	(৯৬.২৫)	৪.৯৬	১,১৭৮.৫৩	(২০৬.২৫)	১,৩৮৭.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-			৯,৫১৩.৯৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়) ক) মৌলিক	(২০.৫২)	(৩১.১০)	(১.১৮)	(৯৫.২৮)	(৬০.৯৫)
	খ) মিশ্র	(২০.৫২)	(৩১.১০)	(১.১৮)	(৯৫.২৮)	(৬০.৯৫)

মন্তব্যঃ
(ক) ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ http//rameshwarajute.com/quartarly_results.php এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
খ) কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্স) নিয়ম, ২০১৫ অনুসারে ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনও ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আর.পি পানসারি
(চেয়ারম্যান)
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৫
ডিআইএন - ০০৮৬৯২২২

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
CIN: L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোনঃ + ৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৮, ইমেলঃ investors@adinathbio.com, ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং পূর্ণ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

পরিচালনা পর্ষদ, অডিট কমিটির সুপারিশ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে, ২৮ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং পূর্ণ বছরের স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উল্লিখিত ফলাফলের ওপর একটি 'অপরিবর্তিত মতামত' সম্বলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
আর্থিক ফলাফল এবং তৎসংক্রান্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে যা নিচের প্রদত্ত লিঙ্ক থেকে অথবা কিউআর কোড (QR Code) স্ক্যান করার মাধ্যমে দেখা যাবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ https://www.adinathbio.com/SEBI_LODR.html -এও উপলব্ধ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)
৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের SEBI সার্কুলার নং HO/ 38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর অনুসরণে-যার শিরোনাম হলো বিনিয়োগ সহজীকরণ - ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা -কোম্পানির যেসকল শেয়ারহোল্ডার ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ SEBI ১ (এক) বছরের মেয়াদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে। এই ব্যবস্থাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো সেইসব ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন-এর জন্য আবেদন গ্রহণ করা, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বিক্রি করা হয়েছিল অথবা সেইসব হস্তান্তরের অনুরোধ -এর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল (নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে যেগুলোর ওপর কাজ করা সম্ভব হয়নি)। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের নথিপত্র এবং মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট - **মেসার্স অ্যাডরয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রা. লি., ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০ ০৫৯। ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০** -এর ঠিকানায় প্রেরণ করতে পারেন। ইমেইলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইটঃ www.adroitcorporate.com। নথিপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি ভালোভাবে দেখে নেন। শেয়ারহোল্ডারগণ আমাদের সাথে investors@adinathbio.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত /-
সুনীল কুমার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
DIN: 07777351
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২৮ মে ২০২৬

অফবিট

‘ককরোচ জনতা পার্টি’ নিয়ে হইচইয়ের মধ্যেই আরশোলা নিয়ে চমকপ্রদ গবেষণা! কী বলছে ডিএনএ-র তথ্য

এস. ব্যানার্জী

কারও দেখলে গা শিরশির করে, কেউ বলেন এমন কিম্ভূত কিমাকার জিনিস আর দুটো হয় না। রান্নাঘরের কোণে বা বাথরুমের ড্রেনে ডানা ঝাপটানো একটি আরশোলাকে দেখলে আমরা সাধারণত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিই, কিংবা চটি উঁচিয়ে তাড়া করি। সামনে আসুক না আসুক, আরশোলা নামটাই এক একজনের কাছে আতঙ্ক। আর এই মুহূর্তে এই পতঙ্গকে নিয়ে গোটা দেশ তথা বিশ্বে আলোচনা। কোনও মহামারির জন্য নয়, এটি ভারতের রাজনৈতিক অন্দরমহলে ডামাডোল সৃষ্টি করেছে। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ নামের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হয়েছে বর্তমানে। নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, অলস বলে ব্যাখ্যা করছে তাঁরা। দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যের পরই দেশজুড়ে যেন লিচুর বিচির মতো দেখতে এই পতঙ্গের বাড়বাড়ন্ত আরও বেড়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পথ চলা শুরু করা ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি ইনস্টাগ্রামে অনুগামীর সংখ্যার নিরিখে এক ধাক্কায় পিছনে ফেলে দিয়েছে খোদ ভারতের তথা বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি-কে। সমালোচকরা একে কেবলই ‘সোশ্যাল মিডিয়া গিমিক’ বা সস্তা রসিকতা বলে উড়িয়ে দিলেও, এই আরশোলা পার্টির অনলাইন ক্রেজ কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। এরই মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে এসেছে আরশোলা নিয়ে আলোচনা। গা ঘিনঘিন করানো এই পতঙ্গকে নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা হয়েছে। ভারতের বুক থেকে আরশোলাদের হরেক রকমের গোপন বংশলতিকা খুঁজে বের করতে কলকাতার ‘জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’

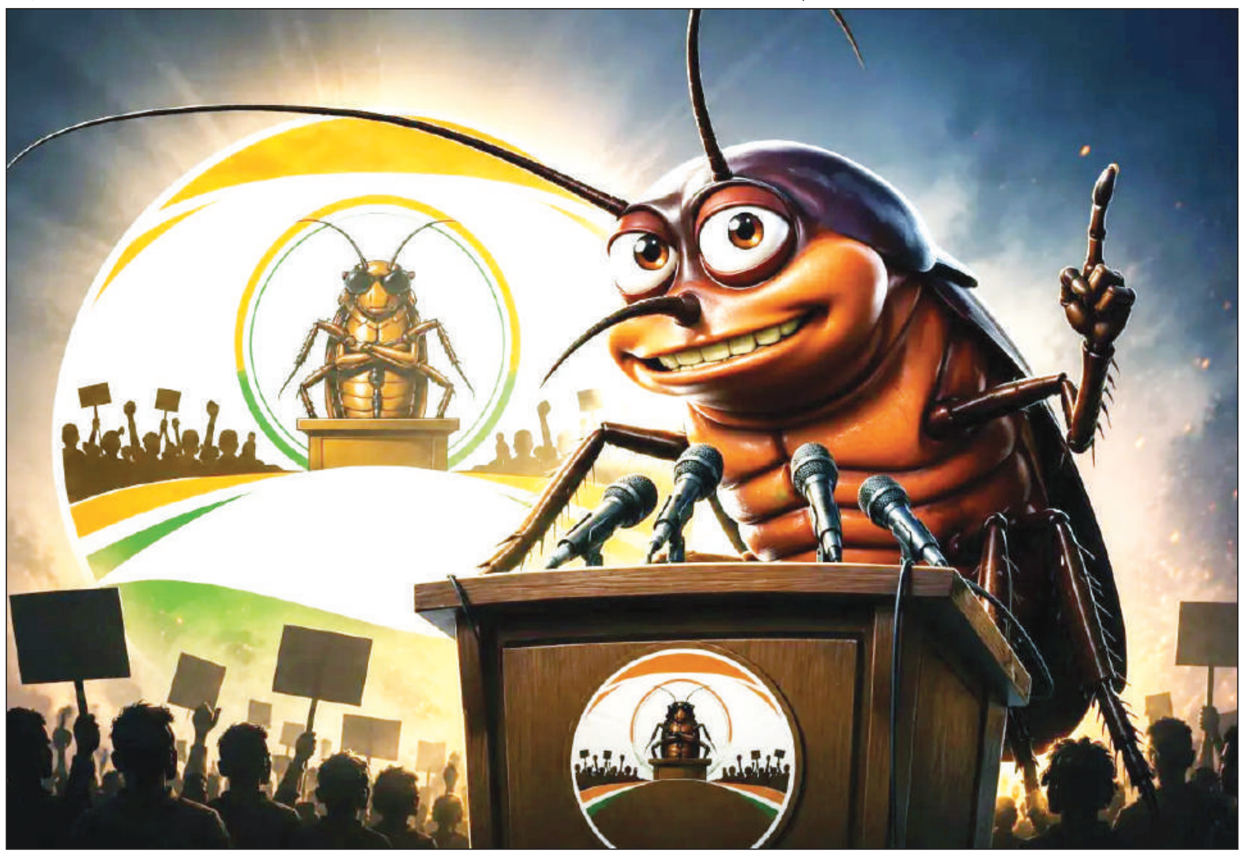

বা জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীরা তৈরি করে ফেলেছেন দেশের প্রথম এবং বৃহত্তম ‘ডিএনএ বারকোড রেফারেন্স লাইব্রেরি’। এই যৌথ গবেষণার দলে ছিলেন জেডএসআই-এর পশ্চিমাঞ্চলীয় কেন্দ্র (পুনে), দক্ষিণাঞ্চলীয় কেন্দ্র (চেন্নাই) এবং পুনের অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মোর কলেজের একঝাঁক তুখোড় গবেষক ও বিজ্ঞানী। আধুনিক আণবিক প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁরা ইতিমধ্যেই ভারতীয় আরশোলাদের ১০০টিরও বেশি নিখুঁত ‘ডিএনএ বারকোড’ সফলভাবে তৈরি করে ফেলেছেন। আর এই গবেষণার মাধ্যমেই উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। ভারতের মাটিতে আরশোলার যে বিপুল গোপন বৈচিত্র্য বা বৈচিত্র্যের লুকানো ভাণ্ডার রয়েছে, তা আগের যে কোনও ধারণার চেয়ে বহুগুণ বেশি! এই লাইব্রেরি তৈরি করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন বহু কম পরিচিত, ইতিহাসের পাতায় নথিভুক্ত না হওয়া আরশোলার গোষ্ঠী এবং সম্পূর্ণ দেশীয় বা ‘এন্ডেমিক’ প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন, যা সমগ্র পৃথিবীর আর কোনও মহাদেশে বা দেশে পাওয়া যায় না। আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ধারণায় আরশোলাকে কেবলই এক গৃহস্থালির ক্ষতিকর ও রোগবাহী কীট হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অন্ধবিশ্বাসের দেওয়াল ভেঙে স্পষ্ট জানিয়েছেন, বন্য পরিবেশে থাকা আরশোলার সিংহভাগ প্রজাতিই মানুষের বা প্রকৃতির কোনও ক্ষতি তো করেই না, উল্টে তারা পরম বন্ধু। পৃথিবীর বুকে ডাইনোসরদের আসারও আগে থেকে টিকে থাকা অন্যতম প্রাচীন এবং বৈচিত্র্যময় কীটপতঙ্গ গোষ্ঠী হল এই আরশোলা। বন্য পরিবেশে এরা ঝরে পড়া শুকনো পাতা এবং জৈব পদার্থ দ্রুত পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, পুষ্টি ডৎপাদানের পুনর্ব্যবহার সচল রাখে এবং বনাঞ্চলের খাদ্য শৃঙ্খলকে টিকিয়ে রাখতে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে। সবচেয়ে বড় কথা, বন্য আরশোলাগুলি পরিবেশের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল বা সেনসিটিভ। ফলে কোনো বনাঞ্চলের পরিবেশ ও প্রকৃতির স্বাস্থ্য ঠিক কেমন রয়েছে, তা পরিমাপ করার জন্য এই আরশোলাদের ‘বায়ো-ইন্ডিকেটর’ বা প্রাকৃতিক সূচক হিসেবে ব্যবহার করেন পরিবেশবিদেরা। এই বিপুল বৈচিত্র্য বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করলেন কীভাবে? এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে ‘ডিএনএ বারকোডিং’ (ত্বগক ক্লজ্বগু-ঝাএন্টঞ্জ) প্রযুক্তি। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এই প্রযুক্তিটি ঠিক কোনও শপিং মল বা সুপারমার্কেটের ‘বারকোড স্ক্যানার’ মেশিনের মতো কাজ করে। একটি আরশোলার শরীর থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট ডিএনএ সিকোয়েন্স সংগ্রহ করে এই স্ক্যানারে ফেললেই মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে তার প্রজাতি চিনে নেওয়া যায়। বিশ্বের মধ্যে ভারত অন্যতম প্রধান ‘মেগাডাইভার্স’ বা বিপুল জীববৈচিত্র্যময় দেশ হওয়া সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক কাল থেকেই ভারতের অতিকায় কীট-পতঙ্গ জগতের একটা বিরাট অংশ বিজ্ঞানীদের স্ক্যানার থেকে উপেক্ষিত বা অবহেলিত রয়ে গিয়েছিল। সেই অন্ধকার চ্যাপ্টার বন্ধ করে, জেডএসআই-এর বিজ্ঞানীদের এই আরশোলা-লাইব্রেরি আগামী দিনে ভারতের সামগ্রিক পতঙ্গ জীববৈচিত্র্যের এক ব্যাপক ও ডিজিটাল ডেটাবেস গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

SPANGLE MARKETING LIMITED

CIN: L51311WB1984PLC050209

Regd. Office :P-103, Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata-700072 Email:parida.1995@rediffmail.com

Website : www.spanglemarketing.in

Phone: 033 2237 0373 / 5021

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 . IND-AS COMPLIANT

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.26	Quarter Ended 31.12.25	Quarter Ended 31.03.25	Year Ended 31.03.26	Year Ended 31.03.25
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	(38.09)	0.12	(56.92)	(40.54)	(5.29)
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(43.04)	(3.35)	(61.06)	(56.73)	(21.21)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(43.04)	(3.35)	(61.06)	(56.73)	(21.21)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(43.04)	(3.35)	(61.06)	(56.73)	(21.21)
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(43.04)	(3.35)	(61.06)	(56.73)	(21.21)
6	Equity Share Capital	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	54.32	97.37	111.05	54.32	111.05
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
	1. Basic :	(0.20)	(0.02)	(0.28)	(0.26)	(0.10)
	2. Diluted :	(0.20)	(0.02)	(0.28)	(0.26)	(0.10)

Notes:

1 The above statement of Audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2026 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 28th May, 2026

2 The statement of Audited financial results for the quarter and Year ended 31st March, 2026 have been prepared in compliance with the recognition and measurement principle laid down in the Indian Accounting Standard 34 " Interim Financial Reporting "("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 required with relevant rules thereunder and other recognised accounting practices and policies generally accepted in india.

3 The statutory Auditor have carried out a "Limited Review Report" on the Audited financial results for the quarter and Year ended 31st March, 2026 in terms of Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. There are no qualifications in the report issued by the auditors.

4 The Company is engaged in Investment business (i.e. Financial Acitivity) and there is no separate reportable segment as per Ind AS 108.

5 Figure for the previous period have been regrouped/ rearranged whenever considered necessary to confirm to the current period presentation/ classification / disclosure.

6 The Financial Results of the Company are submitted to Metropolitan Stock Exchange of India Limited and are available on company's website at www.spanglemarketing.in

7 This statement is as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

8 There is no Investor complaints received or pending as on quarter ending 31st March, 2026.

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Sd/-
(Palash Chandra Karmakar)
Director
DIN:06514584

Sd/-
(S. K. Parida)
WTD
DIN:00062443

Place : Kolkata
Date : 28.05.2026

Sd/-
Anirban Dolui
CFO
PAN: EPOPD0947E

Sd/-
Amit Kumar Giri
Company Secretary
M NO: A65846

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L35991WB1986PLC139129

Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001, Ph No:(033) 2210 0875

e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31-March 2026	Quarter Ended 31-Dec 2025	Quarter Ended 31-March 2025	Year Ended 31-March 2026	Year Ended 31-March 2025
		Audited	Reviewed	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	32.64	38.83	65.99	132.19	245.61
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	16.02	2.28	7.83	30.98	44.82
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	32.81	(1.17)	6.29	27.52	33.97
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	32.81	(1.17)	6.29	27.52	33.97
5	Equity Share Capital	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
6	Other Equity	-	-	-	1778.34	1750.82
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)					
	a.Basic(Rs.)	0.27	(0.01)	0.05	0.23	0.28
	b.Diluted(Rs.)	0.27	(0.01)	0.05	0.23	0.28

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

Place : Kolkata
Date: May 28, 2026

For **Tribute Trading and Finance Limited**
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

ওএসএম ব্যবস্থায় ‘বড় ধরনের কারচুপি’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ মেঃ সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্কে এবার শুরু হল রাজনৈতিক তরজা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছেন, সিবিএসই-র নতুন অন স্ক্রিন মার্কিং বা ওএসএম ব্যবস্থায় ‘বড় ধরনের কারচুপি’ হয়েছে। তাঁর দাবি, এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের পরিবার সমস্যার মুখে পড়েছেন। অন্যদিকে সিবিএসই স্পষ্ট জানিয়েছে, এই অভিযোগ ‘ভুল এবং বিভ্রান্তিকর’। রাহুল গান্ধি প্রশ্ন তুলেছেন, ডিজিটাল মূল্যায়নের দায়িত্ব কেন সিওইএমপিটি নামের সংস্থাকে দেওয়া হল। তাঁর দাবি, এই সংস্থার আগের নাম ছিল গ্লোবারেনা এবং অতীতেও বিতর্কে জড়িয়েছে তারা। তিনি আরও অভিযোগ করেন, চুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙা হয়ে থাকতে পারে। একইসঙ্গে এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা। তিনি চারটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্ত বা এসআইটি তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন। এর জবাবে সিবিএসই জানায়, পুরো চুক্তি

প্রক্রিয়া জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল মেনেই করা হয়েছে। বোর্ডের বক্তব্য, ২০২৫ সালের ২৮ আগস্ট সেন্ট্রাল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পোর্টালে দরপত্র ডাকা হয়েছিল এবং যোগ্য সংস্থাকেই কাজ দেওয়া হয়েছে। সিবিএসই-র দাবি, রাহুলের অভিযোগের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিতর্কের সূত্রপাত হয় এক ছাত্র বেদান্ত শ্রীবাস্তবের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তিনি দাবি করেন, পুনর্মূল্যায়নের জন্য পাওয়া পদার্থবিদ্যার উত্তরপত্র তাঁর নয়। পরে বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। একইসঙ্গে একাধিক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও পরীক্ষকরাও ওএসএম পদ্ধতিতে ভুল নম্বর, অস্পষ্ট স্ক্যান এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার অভিযোগ তোলেন। সিবিএসই অবশ্য জানিয়েছে, যে পোর্টাল হ্যাক হওয়ার দাবি উঠেছিল সেটি শুধুই একটি টেস্টিং সাইট ছিল, মূল মূল্যায়ন পোর্টাল নয়। বোর্ডের দাবি, আসল ওএসএম প্ল্যাটফর্মে কোনও নিরাপত্তা ত্রুটি ধরা পড়েনি। পাশাপাশি মূল্যায়নে স্বচ্ছতা আনতেই এই ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

SARVOTTAM FINVEST LIMITED

CIN: L65993WB1978PLC031793

Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001

Ph No:(033) 2210 0875

e-mail: sarvottamfinvest@gmail.com,Website: www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31-March 2026	Quarter Ended 31-Dec 2025	Quarter Ended 31-March 2025	Year Ended 31-March 2026	Year Ended 31-March 2025
		Audited	Reviewed	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	15.59	43.13	24.42	137.34	163.46
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	(37.11)	(6.55)	(13.39)	(17.79)	(54.09)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(24.30)	(7.66)	(7.08)	(18.73)	(58.93)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(24.30)	(7.66)	(7.08)	(18.73)	(58.93)
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	1701.96	1720.70
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)					
	a.Basic(Rs.)	(0.32)	(0.10)	(0.09)	(0.25)	(0.79)
	b.Diluted(Rs.)	(0.32)	(0.10)	(0.09)	(0.25)	(0.79)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

Place : Kolkata
Date: May 28, 2026

For **Sarvottam Finvest Limited**
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

সীমান্তে ১৫ কিমির মধ্যে সব বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার, কড়া নির্দেশ শাহের

সংবাদ সংস্থা, জয়পুর, ২৮ মেঃ বেআইনি নির্মাণে চলছে বুলডোজার। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বেআইনি নির্মাণগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা কোনওরকম বেআইনি নির্মাণ রাখা হবে না রাজ্যে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের বুলডোজার নীতি গ্রহণ করেছে এ রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার। এবার বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বেআইনি নির্মাণে ‘জিরো টলারেন্স’-এর বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্তে সুরক্ষা জোরদার করতে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার। স্মার্ট বর্ডারের ঘোষণা আগেই করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতেও সফর শুরু করেছেন তিনি। মোট চার রাজ্যের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে আসছেন ১৫ জুন। তার আগে গতকাল রাজস্থানের সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তারপর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা, রাজ্য সরকারের উচ্চ-পদস্থ আধিকারিক এবং পাঁচটি সীমান্তবর্তী জেলা যেমন বিকানের, জয়সলমের, বারমের, শ্রী গঙ্গানগর ও ফালোদির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পরই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া বার্তা দেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বার্তা, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে জিরো-টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সব অবৈধ নির্মাণকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ। এছাড়া প্রতিটি সীমান্ত জেলার জন্য একটি ৩৬০ ডিগ্রি নিরাপত্তা কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুপ্রবেশ, মাদক চোরাচালান, বেআইনি দখল ও অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলা করার জন্য বিএসএফ, এনসিবি এবং রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা শাসকদের দায়িত্ব আরও বাড়ানোরও নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত ব্যাঙ্কের লেনদেনে সব আইন ও আর্থিক নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কি না, বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যাচাই করা,অর্থের উস খতিয়ে দেখা, মিউল অ্যাকাউন্ট ও শেল কোম্পানির উপর নজরদারি, ভুয়ো আধার কার্ড শনাক্ত করা এবং পাচার রোধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ফের শুরু হয়ে গেল ‘যুদ্ধ’! ইরান-আমেরিকার মধ্যে শান্তিচুক্তি কি এখন বিশবাঁও জলে?

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৮ মেঃ আমেরিকা ও ইরানের যুদ্ধ কি আদৌ বন্ধ হবে। আদৌ দুই দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি হবে? সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। আমেরিকা এগোলে ইরান পিছিয়ে যাচ্ছে, কিংবা ইরান এগোলে পিছিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। শুধু তাই নয়, সংঘর্ষবিরতির মধ্যে ইরানের উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। দিন কয়েক আগে হরমুজ প্রণালীর কাছে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনা। আবারও সেই হরমুজের কাছেই তীব্র হামলা চালানো হয়েছে। আমেরিকার হামলার কড়া জবাবও দিয়েছে ইরান শুরুটা হয়েছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। আজ ২৮ মে। তিন মাস হয়ে গেল। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির কোনও বদল হল না। এই তিন মাসে অনেক কিছু হল। হামলা, পাল্টা হামলা, একের পর এক মানুষের মৃত্যু, হরমুজ বন্ধ, ট্রাম্পের ইরান ধ্বংসের হুঁশিয়ারি, পাল্টা তেহরানের হুঙ্কার, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বৈঠক, আবার তা ভেস্তে

যাওয়া, আবারও হামলা, আমেরিকার হরমুজ অবরোধ, ইরানের হার না মানা মনোভাব কম নাটক হয়নি। বিশ্ববাণিজ্য প্রায় ধুঁকছে, কত দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তারপরেও যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না আমেরিকা বা ইরান কেউই। অর্থাৎ কেউই মাথা নত করবে না। কখনও ট্রাম্প দাবি করছে শান্তি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত, কখনও সেই ট্রাম্পই আবার বলছে চুক্তি নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চায় না তাঁরা। আবার তেহরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিয়ম লঙ্ঘন হলে কোনও চুক্তি মানবে না তাঁরা। এরই মধ্যে ইরানের উপর আমেরিকা দু’বার হামলা চালিয়েছে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, হরমুজ প্রণালীর কাছে একটি সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। ওই ঘাঁটি মার্কিন সেনা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই হামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রয়টার্সকে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, হামলার লক্ষ্য ছিল ইরানের বন্দর আব্বাসে থাকা একটি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটি। অভিযোগ, সেখান থেকে পঞ্চম একটি ড্রোন উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চলছিল। মার্কিন আধিকারিকের দাবি, এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সীমিত ও সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক। যুদ্ধবিরতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে ইরানের বন্দর শহর বন্দর আব্বাসের কাছে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ইরানি সংবাদমাধ্যমের দাবি, স্থানীয় সময় রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ শহরের পূর্ব দিকে অন্তত তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর কয়েক মিনিটের জন্য সক্রিয় করা হয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। উল্লেখ্য, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে ইরান। বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালানোর চেষ্টা করলে আমেরিকাকে উচিত জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইরান। আইআরজিসি দাবি করেছে, স্থানীয় সময় ভোর প্রায় ৪টা ৫০ মিনিট নাগাদ তাঁরা একটি মার্কিন বিমানঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ইরানের দাবি, আমেরিকার হামলার জবাব দিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। আইআরজিসি-র স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ভবিষ্যতে আমেরিকা আরও কোনও পদক্ষেপ করলে আরও কড়া জবাব দেওয়া হবে।

CHANGE OF NAME

I Rejli Bewa (old name) W/O Mustofa Hossain resident of Vill Sherpur PO Nimtita PS Samserganj Dist Murshidabad West Bengal pin 742224 do hereby declared that I have changed my name from Rejli Bewa to Rojli Hossain and henceforth I sall be known as Rojli Hossain (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/05/2026. My name Rojli Hossain & Rejli Bewa both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdur Rasid Gaiwan (Old Name) S/O–Naskar Gyne resident of Vill-Badelangi Padmamala , Po-Padmamala , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rasid Gaiwan to Abdur Rasid Gain and henceforth I shall be known as Abdur Rasid Gain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/05/2026. My name Abdur Rasid Gain & Abdur Rasid Gaiwan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naskar Gaiwan (Old Name) S/O–Afsar Gyne resident of Vill-Badelangi Padmamala , Po-Padmamala , Ps-Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Naskar Gaiwan to Naskar Gyne and henceforth I shall be known as Naskar Gyne (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/05/2026. My name Naskar Gyne & Naskar Gaiwan both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Apu Datta (Old Name) W/O–Bikash Kanta Dutta resident of Vill-Beldanga Barua Colony , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Apu Datta to Apu Dutta and henceforth I shall be known as Apu Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/05/2026. My name Apu Dutta & Apu Datta both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Bikash Kanta Datta (Old Name) S/O–Binoy Krishno Dutta resident of Vill-Beldanga Barua Colony , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Bikash Kanta Datta to Bikash Kanta Dutta and henceforth I shall be known as Bikash Kanta Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/05/2026. My name Bikash Kanta Dutta & Bikash Kanta Datta both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Ruhul Amin (Old Name) S/O–Md Tosiruddin Shaikh resident of 4/1/A/2 Old Police Line Road , Gorabazar , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Ruhul Amin to Md Ruhul Amin and henceforth I shall be known as Md Ruhul Amin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/05/2026. My name Md Ruhul Amin & Ruhul Amin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chhurman Sk (Old Name) S/O- Moyjaddi Sk , residing at Village Dihipara, P.O- Mahula, P.S- Beldanga, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742134 do hereby declared that I have changed my name from Chhurman Sk to Surman Sk and henceforth I shall be known as Surman Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S. D.E.M Berhampore court on 16/05/ 2026. My name Surman Sk & Chhurman Sk both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Mrityunjoy Mondal (Old Name) S/O–Manohar Mondal resident of Vill –Maluapara Purbapara , Po-Nadia Shimulia, Ps-Chapra, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741508 do hereby declared that I have changed my name from Mrityunjoy Mondal to Mrityunjay Mondal and henceforth I shall be known as Mrityunjay Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court on 27/05/ 2026. My name Mrityunjay Mondal & Mrityunjoy Mondal both are same and one identical person.

ছেলে হয়ে মেয়ে 'সাজতে' গিয়ে জেলে গেলেন মুর্শিদাবাদের রাকিবুল

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ মে ঃ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বুধবার নবান্ন থেকে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্প চালু করল বিজেপি সরকার। এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য প্রত্যেক মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা সরাসরি ঢোকার প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। প্রকল্পের 'ফর্ম' উদ্বোধন ও সুবিধা পাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার দিনেই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ফাঁস করেছেন বিগত সরকারের আমলের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের চাঞ্চল্যকর দুর্নীতি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতকাল জানান, মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের রাকিবুল শেখ নামে এক ব্যক্তি মহিলাদের জন্য বরাদ্দ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলছেন। এই তথ্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় প্রশাসনিক মহলে। এরপর বুধবার রাতেই বহরমপুর থানার পুলিশ রাধারঘাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালমারা গ্রামের বাসিন্দা রাকিবুল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ি থেকে আটক করে। পুলিশি জেরায় রাকিবুল সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পেশায় ছোট হোটেল ব্যবসায়ী রাকিবুল আগে বিদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরে টাকা জমিয়ে মুর্শিদাবাদের বাড়িতে ফিরে এসে খাবারের একটি ছোট দোকান চালাতেন। এলাকায় 'ভালো ছেলে' হিসেবে পরিচিত রাকিবুলের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের যোগ ছিল না বলেই জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাকিবুলের বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৮(৪), ৩৩৬(২), ৩৩৮, ৩৩৬(৩), ৩৪০(২), ৬১ (২), ৩(৫) ধারায় আর্থিক প্রতারণা, জালিয়াতি, জাল নথি ব্যবহার ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করেছে। কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে সে টাকা পেয়েছেন এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িয়ে রয়েছে তা জানতে পুলিশি রাকিবুলের ১২ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার বহরমপুর সিজেএম আদালতে পেশ করেছে। পুলিশি জেরায় রাকিবুল দাবি করেছেন, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কীভাবে টাকা ঢুকত সেই বিষয়ে তার কোনও ধারণা নেই। সে আরও দাবি করেছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পাওয়ার বিষয়টি কয়েকজনকে জানিয়েছিলেন কিন্তু তারা বলেছিলেন, টাকা যখন ঢুকছে নিয়ে নে। লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বন্ধের জন্য তিনি কোথাও আবেদনও করেননি। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাকিবুল স্বীকার করেছেন, এই টাকা নেওয়া তার অন্যায় হয়েছে। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, রাকিবুলরা মোট ৫ ভাই। শিয়ালমারা এলাকায় তাদের বড় পরিবার রয়েছে। তবে ওই পরিবারের অন্য কোনও পুরুষ সদস্য এই ভাতার সুবিধা পাননি। সেক্ষেত্রে কীভাবে রাকিবুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতো তা নিয়ে ধন্দে পরে গেছে গোটা পরিবার। অন্যদিকে একজন পুরুষ কীভাবে মহিলাদের প্রকল্পের সুবিধা পেলেন, তা নিয়ে পৃথক তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আর কোনও পুরুষ, 'মহিলা সেজে' লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলছেন কি না, তা ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সমুদ্রে স্নান করতে নেমে জখম নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ২৮ মে ঃ মন্দারমণির সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলো এক সাত বছরের নাবালক। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই নাবালকের নাম রিয়াংশ সরকার। বর্তমানে সে কাঁথির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, ধানবাদ থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে মন্দারমণিতে বেড়াতে এসেছিল রিয়াংশ। এদিন সকালেই তারা মন্দারমণির একটি হোটেলে এসে পৌঁছায়। সেই হোটেলেই একটি সুইমিং পুল ছিল। সকালের দিকে প্রথমে হোটেলের পুলে স্নান করে রিয়াংশ। হোটেলের ঠিক সামনেই ছিল সমুদ্র। অভিযোগ, সুইমিং পুল থেকে উঠে পরিবারের অজান্তেই আচমকা সমুদ্রের দিকে চলে যায় ওই নাবালক। সমুদ্রের জলে নামতেই আচমকা ঢেউয়ের ধাক্কায় সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় এবং বেশ কিছুটা নোনা জল তার পেটে চলে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সৈকতে উপস্থিত নুলিয়া এবং অন্যান্য পর্যটকেরা দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে তাকে সমুদ্রের জল থেকে উদ্ধার করেন। এরপর তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি কাঁথির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। এদিকে, এই ঘটনার পর মন্দারমণির মতো একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের একাংশ। এলাকাবাসীর দাবি, মন্দারমণির মূল পর্যটন কেন্দ্রের আশেপাশে কোনও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা আপৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ফলে এই ধরণের কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা পেতেই বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। কোনও জরুরি বা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি থাকলে অনেক সময় বড়সড় দুর্ঘটনাও ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মন্দারমণির মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে অবিলম্বে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

Universal Sompo General Insurance
Suraksha, Hamesha Aapke Saath

Universal Sompo General Insurance Co Ltd

PUBLIC NOTICE

RELOCATION BRANCH OFFICE

All our Customers, Constituents and Members of Public are here by informed that our Branch office located at **Unit No -1217,12th Floor, Aurora Waterfront, GN Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata -700091** India will be relocated and would remain operational from **Awfis, Infinity Benchmark, 8th Floor, Unit 802 & 803, street no 25, GP Block, Salt lake sector V, Bidhan Nagar, Kolkata 700091.** India w.e.f Friday, August 07 - 2026. Additionally, for any queries , feel free to contact us at our toll-free number 1800 22 4030 / 1800 200 4030/1800 200 5142 or write tous on contactus@universalsompo.com. We shall be most pleased to service you at all time.

Head Administration

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
Shri Jaydeep Roy
আমোক্তারনামা দাতাঃ Shri Ranjan Ray
ঠিকানাঃ New Circular Road, PS- Kotwali, Dist- Jalpaiguri, PIN -735101, West Bengal
গ্রহীতাঃ Shri Jaydeep Roy
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 00400/2026 Dated 03-02-2026
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 00700/2026 Dated 02-03-2026
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/2182
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য। আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা। গ্রহীতা ও বিক্রেতা। দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ
Mouza-kharia, Sheet No. 19, khatian LR. 551 and LR Dag No. 560, ADSR-JALPAIGURI DIST-JALPAIGURI. Area sold as per deed is 196 sq ft.
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./22/2024 তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ Shri Jaydeep Roy
পিতাঃ Late Jayanta Kumar Roy
ঠিকানাঃ 173, Panda para colony, Ward no-13, PS- Kotwali, Dist- Jalpaiguri, PIN - 735101, West Bengal

বিজ্ঞপ্তি

আমি লক্ষীরাম টুডু, পিতা- লবাই টুডু, সাকিম - বাঁধলো ডাঙ্গা, পোঃ - খঞ্জনপুর, থানা- পাড়ুই জেলা - বীরভূমের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার বোলপুর ব্লকের কবিমোহনপুর মৌজায়, জে এল নং-৬৪ খতিয়ান নং- ৮৪৯, দাগ নং- ৪০২ / ৯৬৪ পরিমান ৮ শতক, এবং দাগ নং ৯০০ খতিয়ান নং- ৮০২ পরিমান ১২ শতক, এই দুই- দাগের মোট মূল্য ২১০০০০০.০০ টাকায় বিক্রয় করিতে চাই এবং মৌজা - গোয়াল পাড়া, জে এল নং-৬৫ খতিয়ান ১৯৩৮ এবং এল আর দাগ নং ৪০, পরিমান ১০ শতক, সমগ্র এই সম্পতির মালিক ও দখলী কারী, আমার এই সম্পত্তির বাজার মূল্য ১১০০০০০.০০ টাকা। আমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তি আদিবাসি সম্প্রদায়কেই বিক্রয় করিতে চাই। যোগাযোগ ফোন নং - ৯৬৩৫২৮১২৩৬।

বি.আর. সিং হাসপাতালের পক্ষ থেকে বনগাঁয় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

কলকাতা, ২৮ মে ঃ চলমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, শিয়ালদহের বি.আর. সিং

হাসপাতাল বনগাঁ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি বহুমুখী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছিল। এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় এবং হৃদরোগ, স্ত্রীরোগ, চক্ষুচিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসা-এই চারটি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়। এক অনন্য ও অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগের মাধ্যমে, এই স্বাস্থ্য শিবিরের সুফল কেবল নিয়মিত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাছেও এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেবার পরিসর সমাজের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত হয়েছে।

বলাগড়বাসী চাইছেন, শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি এবার সারানো হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বলাগড়, ২৮ মে ঃ হুগলির বলাগড়ের বাড়ি হয়ে উঠেছিল বাংলার নবজাগরণের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। উন্মাদনায় টগবগ করছে গোটা দেশ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন বেজায় ব্যস্ত। বার বার দিল্লিতে ছুটছেন। তার মধ্যেও সময় বের করে ভাইপো জনতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্নপ্রাশনে এসেছিলেন তিনি। নিমন্ত্রিত ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়, সুরস্রষ্টা পঙ্কজ মল্লিকরা। কিন্তু কালের গ্রাসে আজ সেই বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা। পলেস্তারা খসে পড়ছে। চারপাশে আগাছা। রাজ্যে পালাবদলের পরে ফের আশায় বুক বাঁধছেন বলাগড়বাসী। তাঁরা চাইছেন, শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়ি এ বার সারানো হোক। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চার সন্তান। শ্যামাপ্রসাদ, বামা প্রসাদ, উমাপ্রসাদ, রমাপ্রসাদ। বলাগড়ের জিরাটে বামা প্রসাদের বাড়ি। সেটা ১৯৫২ সাল। জনতোষের অন্নপ্রাশনে সরগরম হয়ে উঠেছিল সেই বাড়ি। উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্ররা। কিন্তু এখন সে সব শুধুই স্মৃতি। জানলার কাঁচ নেই, লোহার গ্রিলে মরচে ধরেছে। দেওয়ালের ছবিতে ধুলোর মোটা পরত। এখনও মাঝে মধ্যে এই বাড়িতে আসেন জনতোষের ছেলে বাণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সে দিন বাণীপ্রসাদের জন্ম হয়নি। তবে আত্মীয়-স্বজনের সে দিনের ঘটনার কথা অনেক শুনেছেন তিনি। চোখের সামনে যেন সব দেখতে পান। তিনি বলনেন, 'বাবার অন্নপ্রাশনে শ্যামাপ্রসাদ এসেছিলেন। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, সেটাই শেষ। তার পরে আর পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর।' বলাগড় কলেজের শিক্ষক তথা ইতিহাসবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন। এখানে শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটেও রয়েছে। তিনি বললেন, 'সেই বাড়িটিরও সংস্কার প্রয়োজন। এতে বলাগড়ের সবাই খুশি হবেন।' ভোটে জেতার পরেই শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মালা দিতে গিয়েছিলেন বলাগড়ের বিধায়িকা সুমনা সরকার। ভোটের আগে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক

ভিটে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বললেন, 'এই নিয়ে ইতিমধ্যেই আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। আগের সরকার কিছুই করেনি। শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। মুখে কিছু বলতে চাই না। কাজে করে দেখাব।' অতীতের গৌরব আর বর্তমানের ক্ষয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে বলাগড়বাসী। খুব শীঘ্রই আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে সেই বাড়ি- যেখানে একদিন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে এসে বসেছিল ইতিহাস নিজেই।

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/২৬_২০২৬/কে/৩২৯; তারিখ: ২৫-০৫-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নংঃ ২৬_২০২৬। কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক কাজ "নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, শিলিগুড়ি জংশন, দার্জিলিং, রাধিকাপুর, বালুরঘাট, হলদিবাড়ী ও কিশনগঞ্জে জরাজীর্ণ টিটিই বিশ্রামাগারের সমন্বিত উন্নয়ন"-এর সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫৮,৫৭,২২৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৬-০৬-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office Of The Para Gram Panchayet

PO: Para PS: Para Dist: Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER No.

2 nd call of NIT (e) 07/2025-26/15 Th FC

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From 28/05/2026 from 10 AM ii) Last date of submission of e- tender with documents: 04/06/2026 upto 4 PM For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

Office of The Ladhurka Gram Panchayat

Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148

e-mail id: ladhurkagp@gmail.com

Memo No-83(7)/LGP/2026-27, Date-25/05/2026

Quotation Notice for Stall Rental at Ladhurka More, Ladhurka Gram Panchayat The Ladhurka Gram Panchayat invites sealed quotation from interested individuals for the rental of Two(02) stalls located at Ladhurka More under Ladhurka Gram Panchayat jurisdiction. Quotation submission starting from **25/05/2026 to 04/06/2026** within office hour. The last date for submission of quotation **04/06/2026 up to 12.00 pm.** The quotation will be opened on **04/06/2026 in 2.30pm**. For any further queries, interested parties may contact the Ladhurka Gram Panchayat office during working hours.

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বরঃ L50500WB1964PLC026053
নিবন্ধিত অফিসঃ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড,
পি. এস. শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা -৭০০০১৭
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in, ইমেলঃ foundryfuel@gmail.com
টেলিফোন নম্বরঃ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষে)

বিবরণ	৩ মাস শেষে			বছর শেষে	
	৩১মার্চ ২৬ পরীক্ষিত	৩১ডিসেম্বর ২৬ অনিরীক্ষিত	৩১মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩১মার্চ ২৬ পরীক্ষিত	৩১মার্চ ২৫ পরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয়	--	--	--	--	--
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	(১২.২৫)	(৪.৩২)	(১২.০৭)	(২৭.৭৬)	(২৪.৬৯)
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে), ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১২.২৫)	(৪.৩২)	(১২.০৭)	(২৭.৭৬)	(২৪.৬৯)
সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারন আইটেমের পরে)	(১২.২৫)	(৪.৩২)	(১২.০৭)	(২৭.৭৬)	(২৪.৬৯)
সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ /(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত] পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	(১২.২৫)	(৪.৩২)	(১২.০৭)	(২৭.৭৬)	(২৪.৬৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ার সহ)					
পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)				(৯৫১.৯৭)	(৯২৬.২২)
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)					
১. মূল	(০.১৫)	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.৩২)	(০.৩১)
২. মিশ্র	(০.১৫)	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.৩২)	(০.৩১)

মন্তব্যঃ
১. উপরে উল্লেখিত তথ্যটি ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ, যা SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সংশোধিত) এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.foundryfuel.co.in**-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৮ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড Ind AS অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল লিমিটেডের -এর পক্ষে
স্বা /-
নিকেশ অসওয়াল
ডিরেক্টর
DIN 07895357

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৬

হাতি থেকে জঙ্গল রক্ষা, এফএম রেডিয়োয় ৫৫০ ঘণ্টার সচেতনতার নজির প্রাক্তন এডিএফও-র

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৮ মে ঃ অবসরের পরেও জনসেবার কাজ থামাননি প্রাক্তন বনকর্তা সমীর মজুমদার। জঙ্গলমহলের মানুষ, বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে তিনি বেছে নিয়েছেন কমিউনিটি রেডিয়োকে। গত সাড়ে ছয় বছরে 'রেডিয়ো মিলন ৯০.৪ এফএম'-এ সাপ্তাহিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫০ ঘণ্টা ধরে লাইভ সম্প্রচার করে নজির গড়েছেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (এডিএফও)। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের এডিএফও পদ থেকে অবসর নেন সমীর। বন দফতরে ৩৩ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই ২০১৯ সালের নভেম্বরে তিনি এই অনুষ্ঠান শুরু করেন। প্রতি বুধবার সকালে প্রায় দু'ঘণ্টার লাইভ টক শো-তে রেডিয়ো মিলন ৯০.৪ এফএম-এর রেডিয়ো জকি ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক সায়নদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। সম্প্রতি সেই অনুষ্ঠান ৫৫০ ঘণ্টার মাইলফলক স্পর্শ করেছে। জঙ্গলমহলে মানুষ-হাতি সংঘাত এখন অন্যতম বড় সমস্যা। প্রতি বছর হাতির হানায় প্রাণহানি ও ফসলের ক্ষতির ঘটনা ঘটে। অনুষ্ঠানে সমীর বারবার সতর্ক করেন, অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে ভোরে মাঠে যাওয়ার সময়ে, জঙ্গলে কাঠ বা পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে কিংবা হাতির কাছে গিয়ে ছবি তুলতে চাওয়ার কারণে। বন দফতরের সতর্কতা উপেক্ষা করে হাতির চলাচলের রাস্তা ব্যবহার করাও বিপজ্জনক বলে জানান তিনি। শুধু হাতি নয়, জঙ্গল রক্ষা নিয়েও নিয়মিত বার্তা দেন সমীর। বন আগুন, অবৈধ গাছকাটা ও শিকার উৎসবের নামে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। লালগড়ের ইলা মণ্ডল বলেন, অনুষ্ঠান থেকে হাতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে

পেরেছি। এখন গাছও লাগাচ্ছি। সায়নদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ৩৫০ টিরও বেশি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছে। রেডিয়ো গার্ডেন অ্যাপের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও অনুষ্ঠানটি শোনা যায়। সমীর মজুমদার বলেন, অবসরের পরেও সমাজের জন্য কিছু করতে পারছি, এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

জরাজীর্ণ তিলপাড়া ব্যারেজ! কী পরিকল্পনা প্রশাসনের?

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৭ মে ঃ বীরভূম জেলার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যারেজ সিউড়ির তিলপাড়া ব্যারেজ। তবে বর্তমানে এই তিলপাড়া ব্যারেজের অবস্থা বেহাল। আর সেই কারণে এই ব্যারেজের উপর দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কমাতে তৈরি হবে নতুন সেতু। এমনটাই দাবি করলেন সিউড়ি বিধানসভার নবনির্বাচিত ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করেন বিজেপির বিধায়করা। সেখানেই এই নতুন সেতু তৈরি হবে এই বিষয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর। সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান মূলতঃ পুরনো ব্যারেজের উপর যানবাহনের চাপ কমাতে এবং ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক চার লেনের করতে এই সমান্তরাল সেতুর ভাবনা। বীরভূম জেলার মধ্যে কৃষি এবং যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই তিলপাড়া ব্যারেজ। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই ব্যারেজের ভূমিকা অভূতপূর্ব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত ১৯৫১ সালে তৈরি হয় তিলপাড়া ব্যারেজ। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যারেজ নানা পরিকাঠামোগত সমস্যায় ভুগছিল। এরপরেই গত বছর ঠিক বর্ষার সময় বৃষ্টির জেরে ব্যারেজের একাধিক ওয়াটার এক্সটেনশন ডিভাইডার পিলারে ফাটল দেখা দেয়। আর সেই কারণে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সেই সময় ওই ব্যারেজের উপর দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বালি ও পাথরের বোল্ডার দিয়ে কাজ চালানো হয়। বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নতুন সেতু তৈরি নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় খুব শীঘ্রই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় আবেদন জানানো হবে। তবে শুধু তিলপাড়া না মোট পাঁচটি ব্রিজ নতুন করে করা হবে বলে আলোচনা হয়েছে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
Smt Bidisha Dutta & Smt Uma Roy@ Uma Roy Bhattacharyya
আমোক্তারনামা দাতাঃ Shri Ranjan Ray
ঠিকানাঃ New Circular Road, PS- Kotwali, Dist- Jalpaiguri, PIN -735101, West Bengal
গ্রহীতাঃ Smt Bidisha Dutta & Smt Uma Roy@ Uma Roy Bhattacharyya
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 05532/2023 Dated 08-12-2023 এবং 00400/2026 Dated 03-02-2026
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 01794/2024 Dated 17-05-2024 এবং 00701/2026 Dated 02-03-2026
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/4063
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য। আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা। গ্রহীতা ও বিক্রেতা। দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ
Mouza-kharia, Sheet No. 19, khatian LR. 551 and LR Dag No. 576, ADSR-JALPAIGURI DIST-JALPAIGURI. Area sold is 0.03615 acre and 0.00517 acre respectively.
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./22/2024 তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ Bidisha Dutta & Uma Roy @ Uma Roy Bhattacharyya
পিতাঃ Shri Jiban Dutta & Late Jogendra Nath Roy
ঠিকানাঃ Hakimpara, Near Town Club, PS-Kotwali, Dist- Jalpaiguri, PIN - 735101, West Bengal

চ্যাম্পিয়ন কর্মাশিয়াল কোম্পানী লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ওয়েবসাইটঃ **www.championcommercial.in**, ইমেলঃ **mumbai@singhaniagroup.com** টেলিঃ **+ ৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০ CIN :L519091NB1982PLCO34891**

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩১.৩.২০২৬ পরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৬ পরীক্ষিত	৩১.৩.২০২৫ পরীক্ষিত
১	মোট আয়	২৪.৬৬	৭৮.৬৩	২৯.১৭	২৩২.০০	১৮১.১৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৫৯.৮১)	(৩৫.৩৬)	(১০৩.৮৮)	(২৫০.০৬)	(৩৬৫.২১)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১৫৯.৮১)	(৩৫.৩৬)	(১০৩.৮৮)	(২৫০.০৬)	(৩৬৫.২১)
৪	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১১৯.১০)	(৩৭.৭০)	(১০৮.৩২)	(২১৩.৭২)	(৩৪৬.১৯)
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(৯০২.৭৩)	(২৯৫.৯৫)	(৬৬৫.৬৭)	(৮২৫.৩৬)	(৭৪৯.০০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) [চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য]	(৫৯.৫৫)	(১৮.৮৫)	(৫৪.১৬)	(১০৬.৮৬)	(১৭৩.১০)

১. এই বিবরণীটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত 'কোম্পানী (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫' (Ind AS) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।
২. উপরোক্ত অংশটি ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ মাত্র যা SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানাবলি, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (**www.msei.in**) এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (**www.championcommercial.in**) পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষ থেকে,
স্বা /- **গৌরব সিংহানিয়া**
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এণ্ড সিইও
DIN - 01186568

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ২৮।০৫।২০২৬

ছোট/বড় সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ১১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৬-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ০৪-এপি-I-২০২৬; কাজের নাম ঃ** ডিইএন/।/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীন জোরাই-শ্রীরামপুর অসমের মধ্যে কিমি ১৭৭/৯-১৭৮/০ -এ অবস্থিত "এ" শ্রেণির ম্যানড এলসি গেট নং এনএন/১১২ (আপ ও ডাউন) -এর পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবি -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৭৮,০৬,৪৯০.১০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,৫৬,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৬-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা এবং **খোলার সময় ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Friday, 29th May 2026	Bilpahari,Durgapur	5:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

সামার ক্যাম্পে মর্মান্তিক মৃত্যু ছাত্রের, স্কুলের বিরুদ্ধে উঠল গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৮ মে ঃ কলকাতার নেতাজিনগরের পর এবার আসানসোলে স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। স্কুলের সামার ক্যাম্পে গিয়ে সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রের। বৃহস্পতিবার সকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের একটি বেসরকারি স্কুলে। ঘটনার পর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত ছাত্রের পরিবারে। একইসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম অদ্বিক হিলারিয়ান। বয়স মাত্র ১১ বছর। সে আসানসোলের সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। গরমের ছুটিতে স্কুলের তরফে একটি সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই ক্যাম্পে মোট ৩৩ জন ছাত্র অংশ নেয়। বৃহস্পতিবার সকালে ক্যাম্পের অংশ হিসেবেই ছাত্রদের সুইমিং পুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ঘটে বিপত্তি। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, সাঁতার কাটতে নেমে অদ্বিক ধীরে ধীরে সুইমিং পুলের অনেকটা মাঝখানে চলে যায়। সেই সময় আচমকাই সে জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করে। বিষয়টি নজরে আসতেই দ্রুত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়। সুইমিং ট্রেনারের দাবি, তড়িঘড়ি অদ্বিককে জলের বাইরে বের করে আনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর দেওয়া শুরু হয়। সেই সময় তার মুখ থেকে কিছুটা জলও বের হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এরপর আর দেরি না করে তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানকার চিকিৎসকরা পরীক্ষার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই মৃত ছাত্রের পরিবার কার্যত ভেঙে পড়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কীভাবে একজন অল্পবয়সি ছাত্র সুইমিং পুলের গভীর জলে চলে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, সমস্ত নিয়ম মেনেই সামার ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছিল। স্কুলের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, এই কঠিন সময়ে মৃত ছাত্রের পরিবারের পাশে রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কলকাতার নেতাজিনগরের মহর্ষি বিদ্যা মন্দির স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ নাথের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কোমায় চলে যায় সে। পরে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। সেই ঘটনায়ও স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শিক্ষা মহলে উদ্বেগ আরও বাড়ল।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১,
টেলিফোনঃ +৯১-৩৩-২২৩১৫৭১৭, ইমেলঃ complianceofficer@tspiritualworld.com, ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং পূর্ণ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী, অডিট কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদ তাদের **২৮ মে ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, **৩১ মার্চ ২০২৬** তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক এবং আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে।
উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল এবং এর সাথে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনটি স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইট-যথাঃ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**--এ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এটি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট https://www.tspiritualworld.com/SEBI%20Disclosures.html -এও উপলব্ধ রয়েছে পাশাপাশি এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত QR কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)

SEBI-এর সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/ 3750 /2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬-যার শিরোনাম বিনিয়োগ সহজীকরণ - ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ সুযোগ -অনুসারে, কোম্পানির যেসকল শেয়ারহোল্ডার ভৌত বা কাগজি আকারে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ SEBI ১ (এক) বছরের মেয়াদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ বা 'উইন্ডো' চালু করেছে। এই সময়কালটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারগণ সেইসব ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন করার জন্য আবেদন করতে পারবেন, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে কেনা বা বিক্রি করা হয়েছিল অথবা সেইসব হস্তান্তরের অনুরোধের ক্ষেত্রেও আবেদন করা যাবে, যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল (যেমন-কাগজপত্র বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে যেগুলোর নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি)। আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং শেয়ারের মূল সনদপত্র(গুলি) কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট -**মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, অফিস নং এস ৬-২, ৬ ষ্ঠ তলা, পিনাকল বিজনেস পার্ক, আহুরা সেন্টারের পাশে, মহাকালী কেভস রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৯৩। ফোনঃ ০২২-৬২৬৩৮২০০ ইমেইলঃ** investor@bigshareonline.com **ওয়েবসাইটঃ** www.bigshareonline.com । নথিপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি ভালোভাবে দেখে নেন।
এই বিশেষ সুযোগটি গ্রহণ করার লক্ষ্যে, শেয়ারহোল্ডারদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে,
নেত্র বাহাদুর রানাভাট
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা)
(DIN: 06716666)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৬

ফরাসি ওপেনে ফেডেরারের নজির ভেঙেও বিরক্ত জকোভিচ!

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৮ মেঃ চার সেটের লড়াইয়ে দাপুটে পারফরম্যান্সে ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন নোভাক জকোভিচ। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মিশেলে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন তিনি। তবে এই জয় শুধু আরেকটি রাউন্ডে ওঠা নয়, এর সঙ্গে জুড়ে গেল ইতিহাসও। রজার ফেডেরারের নজির ভেঙে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন তিনি। যা তাঁকে আবারও আলাদা করে তুলে ধরল টেনিসের সর্বকালের সেরাদের তালিকায়। যদিও ম্যাচ জিতেও বিরক্তি গোপন রাখতে পারেননি কিংবদন্তি তারকা। এই ম্যাচটি ছিল ফরাসি ওপেনে জকোভিচের ১২০তম উপস্থিতি। ওপেন এরায় কোনও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে এত বেশি ম্যাচ খেলার নজির আর কারও নেই। এর আগে এই রেকর্ড ছিল রজার ফেডেরারের দখলে। যিনি উইম্বলডনে খেলেছিলেন ১১৯টি ম্যাচ। ফরাসি ওপেনে এর আগে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছিল রাফায়েল নাদালের (১১৬টি)। সেটিও পেরিয়ে গিয়েছেন 'জোকার'। দ্বিতীয় রাউন্ডে নেদারল্যান্ডসের ভ্যালেন্টিন রোয়ারকে ৬-৩, ৬-২, ৬-৭, ৬-৩ ফলে হারান জকোভিচ। প্রথম দুই সেটে সহজেই এগিয়ে গেলেও তৃতীয় সেটে টাইব্রেকারে হারতে হয় তাঁকে। তবে চতুর্থ সেটে আবার নিজের ছন্দে ফিরে এসে ম্যাচ জিতে নেন সার্বিয়ান তারকা। পুরো ম্যাচে ছ'বার প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভাঙলেও নিজের সার্ভিস দু'বার খুইয়েছেন তিনি। যা নিয়ে পরের রাউন্ডে আরও সতর্ক হতে হবে। এই জয়ের মাধ্যমে জকোভিচ ফরাসি ওপেনে ২১তম বারের মতো তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন। যা আরেকটি বিশ্বরেকর্ড। একই সংখ্যকবার

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন ফেডেরার। এছাড়া উইম্বলডনে ১৯ বার এবং ইউএস ওপেনে ১৮ বার তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার নজিরও রয়েছে জকোভিচের ঝুলিতে। সব মিলিয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামে ৭৭ বার তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে সার্বিয়ান তারকা আরও একবার ছাপিয়ে গেলেন ফেডেরারকে (৭৪ বার)। রোলাঁ গারোর দ্বিতীয় রাউন্ডে ফরাসি টেনিস তারকা ভ্যালেন্তিন রোয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে বারবার দর্শকদের বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে জকোভিচকে। ম্যাচ যত গড়িয়েছে, ততই গ্যালারির পরিবেশ উত্তপ্ত হয়েছে। ভ্যালেন্তিনকে সমর্থন করতে গিয়ে সার্বিয়ান তারকাকে কার্যত অপমান করে বসে গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকরা। একটা সময় রীতিমতো বিরক্ত হয়ে ব্যঙ্গ করে হাততালি দিতেও দেখা যায় জকোভিচকে। একটা সময় চেয়ার আম্পায়ারকে দুই খেলোয়াড়কে সম্মান করার কথা ঘোষণা করতে হয়। ম্যাচের পর ৩৯ বছরের তারকা বলেন, ''ওদের কোনও সম্মান নেই। এতটুকু সম্মান নেই! আশা করি এই টুর্নামেন্টে আর কোনও ফরাসি খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলতে হবে না।''

জামাইকার কাছে হেরে গেল ভারত!

এবার তৃতীয় স্থানের লড়াই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৮ মেঃ ইউনিটি কাপে প্রথম ম্যাচেই হোঁচট গেল ভারত। লন্ডনে সেমিফাইনালে জামাইকার কাছে ২-০ গোলে হারল খালিদ জামিলের দল। এর ফলে ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন শেষ। এবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে সামনে জিম্বাবোয়ে। দ্য ভ্যালি স্টেডিয়ামে লড়াইয়ের শুরু থেকে ম্যাচের

নিয়ন্ত্রণ নেয় জামাইকা। অষ্টম মিনিটে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে ভারত। পরে দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল হজম। যার জেরে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় ব্লু টাইগার্স। খেলার প্রথম মিনিট থেকে ভারতীয় রক্ষণকে চাপে রাখে জামাইকা। অষ্টম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে ভারতীয় ডিফেন্স ছিন্নভিন্ন। প্রথম শট কোনওমতে আটকান গুরপ্রীত সিং সান্ধু। কিন্তু রক্ষণ বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ। আর সেই সুযোগেই ঢুকে পড়েন কোর্টনি ক্লার্ক। ডান পায়ে দুরন্ত শটে বল জড়িয়ে দেন জালে। গুরপ্রীতের ডাইভ কাজে আসেনি। এগিয়ে গিয়ে জামাইকা আরও তেতে ওঠে। দুই প্রান্ত দিয়ে বারবার আক্রমণ তোলে তারা। ১৭ মিনিটে কাহেইম ডিক্সন আরও একটি গোলের সুযোগ পান। সে যাত্রা দলকে কোনওমতে বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। প্রাথমিক ধাক্কার পর ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ভারত। মাঝমাঠে ছোট ছোট পাস, কিছু নিয়ন্ত্রিত মুভ দেখা যায়। কিন্তু ফাইনাল থার্ডে যেতেই সব মুখ থুবড়ে পড়ে। রায়ান উইলিয়ামস, লালরিন্দিকা, লিস্টন কোলাসোরা প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। জামাইকার গোলরক্ষক কনিয়াহ বয়েস-ক্লার্ক প্রথমার্ধে কার্যত কোনও পরীক্ষার মুখে পড়েননি। দলগতভাবে ভারতকে যথেষ্ট এলোমেলো, উদভ্রান্তই দেখাল। ভারতের সামনে কামব্যাকের সেরা সুযোগ আসে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। ৫৩ মিনিটে জামাইকার রক্ষণভাগের ভুলে বল পেয়ে যান রোশন। তিনি রহিম আলিকে পাস বাড়ান। রহিমের শটের পর বল জালে জড়ান চাংতে। কিন্তু ততক্ষণে অফসাইডের পতাকা উঠে গিয়েছে। ওই সময় কিছুটা চাঙ্গা লাগে ভারতকে। খালিদ জামিলের ছেলেরা একটু ওপরে উঠে খেলতে শুরু করে। আক্রমণের গতি বাড়ানোরও চেষ্টা চলে। ভারত যখন ম্যাচে ফেরার রাস্তা খুঁজছে, তখনই কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন কাহেইম ডিক্সন। ৭৮ মিনিটে বক্সের সামনে বল পেয়ে কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটান। তারপর আকাশ মিশ্রর পায়ের ফাঁক গলে নিচু শটে বল পাঠান জালে। দ্বিতীয় গোলের পর ভারতের প্রতিরোধ কার্যত ভেঙে পড়ে। ২০০২ সালের পর এই প্রথম ব্রিটিশ ময়দানে খেলতে নেমেছিল ভারত। কিন্তু রাতটা সুখের হল না। এখন নজর শনিবারের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে। সেখানে প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে। অন্যদিকে, ফাইনালে মুখোমুখি হবে জামাইকা এবং নাইজেরিয়া।

বৈভব ছায়ায় ঢাকা জয়সওয়াল ছাড়তে পারেন রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন

দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার অম্বতি রায়ডু রাজস্থান রয়্যালস তারকা যশস্বী জয়সওয়ালকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, তাঁর রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে তিনি নতুন পরিবেশে নিজের প্রতিভা আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে পারেন। রায়ডুর মতে, রাজস্থানে জয়সওয়াল অনেক সময় তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশীর ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন। চলতি মরশুমে সূর্যবংশী দারুণ ফর্মে থেকে ইতিমধ্যেই ৬৮০ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপ পেয়েছেন। অন্যদিকে, জয়সওয়াল ১৫ ম্যাচে ৪২৬ রান করেছেন এবং দলের অধিনায়কত্বও করেছেন দুই ম্যাচে, তবে ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে এলিমিনেটরে জয়সওয়াল ২৯ বলে ২৯ রান করলেও, সূর্যবংশী একই সংখ্যক বল খেলে ৯৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। রায়ডু বলেন, ''জয়সওয়াল একজন ম্যাচ উইনার, কিন্তু একই দলে এমন ব্যাটারের সঙ্গে খেললে বারবার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যেতে পারে। তাকে এমন দলে যেতে হবে যেখানে সে নিজের মতো করে ম্যাচ জেতাতে পারবে।'' রায়ডু আরও বলেন, ''দলে একজন সিনিয়র পার্টনার থাকা জরুরি, যিনি নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে না ভেবে অন্যের

উত্থানকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন।'' এই প্রসঙ্গে জয়সওয়ালের সম্ভাব্য নতুন ঠিকানা হিসেবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নামও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, রোহিত শর্মা কেরিয়ারের শেষ পর্যায় পৌঁছনোর কারণে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জয়সওয়ালের জন্য উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা, জয়সওয়ালের ভবিষ্যৎ কি সত্যিই বদলাতে চলেছে? অন্যদিকে গতকাল 'বস বেবি'র বিধ্বংসী ব্যাটিং মুগ্ধ করেছে খোদ সচিন তেণ্ডুলকরকেও। এক্স হ্যান্ডেলে তাকে নিয়ে পোস্ট করেছেন 'মাস্টার ব্লাস্টার'। সেই স্বীকৃতি পেয়ে এখনও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না বৈভবের। ১৫ বছরের এক কিশোর ব্যাটার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ক্রিকেটবিশ্বকে। এলিমিনেটর ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাত্র ২৯ বলে ৯৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের কথা এখন মুখে মুখে ফিরছে। ১২ ছক্কা আর ৫ বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংস দেখে সচিন লেখেন, 'বৈভবের ব্যাট সুইং অসাধারণ। ওর পা লক্ষ্য করে বল করলেও যেভাবে ফ্রন্টফুট থেকে জায়গা তৈরি করে শট মারে, এককথায় অনবদ্য। সেই স্বাধীনতাটাই ওকে নিজের মতো করে খেলার সুযোগ করে দেয়। এই ইনিংস থেকে কিছুতেই চোখ সরানো যায় না।' বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিও সাক্ষাৎকারে ধ্রুব জুরেলের কাছ থেকে সচিনের সেই বার্তার কথা প্রথম জানতে পারে বৈভব। এরপর আবেগাপ্লুত হয়ে বিস্ময় প্রতিভা বলে, 'খুব ভালো লাগছে স্যর। এটা আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করছে। আপনিই তো এখন বললেন, আমি আগে জানতামই না।' তার সংযোজন, 'সবাই জানে সচিন তেণ্ডুলকর ক্রিকেটের ভগবান। উনি যদি আমাদের নিয়ে টুইট করেন, সেটা সত্যিই বড় ব্যাপার। এটা নিঃসন্দেহে আমার কাছে গর্বের মুহূর্ত।'

ঠিক যেন 'দেজা ভু', ফের কার্লসেনকে হারিয়ে শিরোনামে প্রজ্ঞানন্দ

সংবাদ সংস্থা, অসলো, ২৮ মেঃ ২০২৪ সালের নরওয়ে চেসের কথা মনে আছে? টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডে মাত্র ১৮ বছর বয়সি রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ প্রথমবার ক্লাসিক্যাল ফর্ম্যাটে হারিয়েছিলেন ম্যাগনাস কার্লসেনকে। তার পরে কেটে গিয়েছে দুই বছর। প্রজ্ঞানন্দ এখন আরও পরিণত। বাবা হয়েছেন কার্লসেন। নরওয়ে চেসের ভেন্যুও বদল হয়ে আয়োজিত হচ্ছে অসলো শহরে। কিন্তু বদলায়নি একটাই জিনিস- ম্যাচের ফলাফল। আরও একবার প্রজ্ঞানন্দের কাছে হার মানলেন বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেন। বুধবার নরওয়ে চেস ২০২৬-এ ক্লাসিক্যাল ফর্ম্যাটে কার্লসেনকে হারিয়ে চমক দিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার প্রজ্ঞানন্দ। ম্যাচের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে রাশ নিজের হাতে তুলে নেন প্রজ্ঞানন্দ। সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলছিলেন তিনি। ধৈর্য ধরে, সময় নিয়ে চাল দিয়ে কার্লসেনকে চাপে রাখেন ভারতের এই তরুণ দাবাড়ু। এর ফলে খেলার মাঝপথে চাপে

পড়ে যান কার্লসেন। এই জটিলতার কারণে আগেও ভুগতে হয়েছে তাঁকে। তবে ম্যাচের শেষ দিকে নাটকীয় মোড় নেয় লড়াই। টাইম-প্রেসারের সুযোগ নিয়ে কার্লসেন কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করেন। তবে লাভ হয়নি। প্রবল চাপের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বড় ভুল করে বসেন তিনি। এর পরে আর ম্যাচ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে হার স্বীকার করে নেন কার্লসেন। ২০২৪ সালে প্রথমবার ক্লাসিকাল চেসে কার্লসেনকে হারিয়েছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। এ বার তুলে নিলেন দ্বিতীয় জয়। ম্যাচ হারের পরে কার্লসেনের চোখমুখে হতাশার ছাপ ছিল স্পষ্ট। কয়েক সেকেন্ড মাথা তুলে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাঁপাতে দেখা যায় তাঁকে। যদিও আয়োজকদের জন্য স্বস্তির বিষয়, এ বার অন্তত মেজাজ হারিয়ে চেস টেব্লে ঘুষি মারার মতো ঘটনা ঘটাননি কার্লসেন। এই ম্যাচ জিতে ওপেন ক্যাটিগরির পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন প্রজ্ঞানন্দ। নয় রাউন্ড শেষে এখন ৪.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি।

নির্ঘুম দুই সপ্তাহ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ২৮ মেঃ নিজেদের মাটিতে হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দল ঘোষণার পর প্রধান কোচ মরিসিও পচেত্তিনো জানিয়েছেন, খেলোয়াড় বাছাইয়ের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে গত দুই সপ্তাহে ঠিকমতো ঘুমই হয়নি তার। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলতে নামা যুক্তরাষ্ট্র এবার বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছে। আগের বিশ্বকাপে শেষ ষোলো পর্যন্ত যাওয়া দলটির ১৩ জন খেলোয়াড় এবারও জায়গা ধরে রেখেছেন। পাশাপাশি নতুন করে সুযোগ পেয়েছেন আরও ১৩ জন ফুটবলার। দলের অন্যতম ভরসা ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক, অধিনায়ক টাইলার অ্যাডামস এবং মধ্যমাঠের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ওয়েস্টন ম্যাককেনি আছেন ঘোষিত দলে। আক্রমণভাগে রাখা হয়েছে ফোলারিন বালোগান, রিকার্ডো পেপি ও হাজি রাইটকে। দল ঘোষণার পর পচেত্তিনো বলেন,

''কোনো ফুটবলারকে বাদ দেওয়া সবসময়ই কষ্টের।'' কারণ খেলোয়াড়ি জীবনে তাকেও একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ১৯৯৪ ও ১৯৯৮ বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার চূড়ান্ত দলে জায়গা না পাওয়ার স্মৃতিও তুলে ধরেন তিনি। আর্জেন্টাইন এই কোচের ভাষ্য, চূড়ান্ত ২৬ জনকে বেছে নেওয়ার কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। সম্ভাব্য সব বিষয় নিয়ে ভাবতে গিয়ে গত দুই সপ্তাহে প্রতি রাতে মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন বলেও জানান তিনি। আগামী ১২ জুন লস অ্যাঞ্জেলসে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ১৯ জুন অস্ট্রেলিয়া এবং ২৫ জুন তুরস্কের মুখোমুখি হবে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপের দল

গোলরক্ষক-ক্রিস ব্র্যাডি, ম্যাট ফ্রিস, ম্যাট টার্নার। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়- ম্যাক্স আরফস্টেন, সের্জিনো দেস্ত, অ্যালেক্স ফ্রিম্যান, মার্ক ম্যাকেঞ্জি, টিম রিম, ক্রিস রিচার্ডস, অ্যান্টনি রবিনসন, মাইলস রবিনসন, জো স্ক্যালি, অস্টন ট্রাস্টি। মাঝমাঠের খেলোয়াড়- টাইলার অ্যাডামস, সেবাস্টিয়ান বারহাল্টার, ওয়েস্টন ম্যাককেনি, ক্রিস্টিয়ান রোলদান, ব্রেন্ডেন অ্যারনসন, ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক, জিও রেইনা, মালিক টিলম্যান, টিম উইয়াহ, আলেহান্দ্রো জেন্দেহাস। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়- ফোলারিন বালোগান, রিকার্ডো পেপি, হাজি রাইট।

বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করল নেদারল্যান্ডস ডেপাইকে নিয়ে আশাবাদী কোম্যান!

সংবাদ সংস্থা, আর্মস্টারডাম, ২৮ এপ্রিলঃ অবশেষে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল নেদারল্যান্ডস। গতকাল রাতেই এই দল ঘোষণা করেছেন কোচ রোনাল্ড কোম্যান। এই দলে ফেরানো হয়েছে নেদারল্যান্ডসের সর্বোচ্চ গোল স্কোরার মেম্ফিস ডেপাইকে, যিনি এই মুহূর্তে থাইয়ের চোটে ভুগছেন। বিশ্বকাপের ঠিক আগে তাঁর ফিটনেসে ফেরাই দুশ্চিন্তা কোম্যানের। যদিও তিনি আশাবাদী, প্রথম ম্যাচের আগেই সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যাবে ডেপাইকে। জাতীয় দলের হয়ে সর্বাধিক ৫৫টি গোল করেছেন ডেপাই। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে জাতীয় দলের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। কোম্যান বলেছেন, ''আমি জানি না যে আবার কবে ও খেলবে। ডেপাই যদি আরও আগে ফিরত, তাহলে আমাদের সুবিধে হত। কিন্তু এই মুহূর্তে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। জুরিয়েন টিম্বারের মতোই ও-ও দলের জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। মেম্ফিস অতীতে কী করেছে, এটা দেখেই ওকে দলে রাখা। ওর জায়গায় খেলে দিতে পারে, এই মুহূর্তে আমি কাউকে দেখছি না। আমার বিশ্বাস ও দলের বড ভরসা হয়ে উঠতে পারে।'' তবে শুধু ডেপাই নয়, চোট সারিয়ে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেয়েছেন জাস্টিন ক্লুইভার্ট ও জুরিয়েন টিম্বারও। দিন কয়েক আগেই আর্সেনালের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন টিম্বার। স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন তাঁর ভাই কুইন্টন টিম্বারও। তবে ভক্তদের সবচেয়ে অবাক করেছে লিভারপুলের জেরেমি ফ্রিমপংয়ের বাদ পড়া। মূল দলে তাঁকে রাখেননি কোম্যান। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল ডাচদের। একই সঙ্গে ৩ বার ফাইনালও খেলেছেন ভ্যান ডাইকরা। শেষবার ২০১০ সালে ফাইনালে উঠেছিল রবেন, ভ্যান পার্সিদের নেদারল্যান্ডস। তবে এইবার কোম্যান বলেছেন, ''আমরা এখনই হাওয়ায় ভাসতে নারাজ। আমাদের প্রধান ফোকাস থাকবে দলের পারফরম্যান্সেই।'' ১৫ জুন জাপানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামবে নেদারল্যান্ডস। এছাড়াও তাঁর দলের খেলা রয়েছে সুইডেন ও টুনিশিয়ার বিরুদ্ধেও। তবে দলের প্রধান তারকা ডেপাই কবে মাঠে নামবেন, তা নিয়েই আগ্রহী সমর্থকরা।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরুর দিনে হাসপাতালে নেইমার

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরুর দিনেই বড় এক ধাক্কা। প্রথম দিনের অনুশীলনেই থাকতে পারেননি নেইমার। সতীর্থরা যখন কার্লো আনচেলত্তির কোচিংয়ে বিশ্ব আসরের জন্য তৈরি হওয়ার অভিযানে নেমেছেন, দলের সবচেয়ে বড় তারকাকে তখন হাসপাতালে যেতে হয়েছে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য। বিশ্বকাপে তার খেলা নিয়ে তাই সংশয় জেগেছে আরও একবার।

সংবাদ সংস্থা, রিও দি জেনেইরো, ২৮ মেঃ বুধবার যদিও দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নেইমার। তবে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) নিশ্চিত করেছে, ডান পায়ের পেশির চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে থাকা ফরোয়ার্ড এ দিনের রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে অংশ নেননি এবং 'ইমেজিং' পরীক্ষার জন্য তাকে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের বরাতে ইএসপিএন ব্রাজিল জানায়, ব্রাজিলের মেডিকেল স্টাফ প্রধান রদ্রিগো লাসমারের সঙ্গে নেইমার ক্লিনিকে গিয়েছিলেন, যেখানে তার এমআরআই স্ক্যান করানো হয়। সিবিএফ বিবৃতিতে বলেছে, ব্রাজিল জাতীয় দলের মেডিকেল স্টাফ তাদের মূল্যায়ন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আর কোনো তথ্য প্রকাশ করা হবে না। সিবিএফ-এর মেডিকেল বিভাগ জানিয়েছে, অতিরিক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নেইমারের আঘাতটির একটি সুনির্দিষ্ট রোগ নির্ণয় করা হয়েছে। এই চোটের কারণে গত ১৭ মে থেকে তিনি মাঠের বাইরে রয়েছেন। আগামী রবিবার পানামার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। চূড়ান্ত মেডিকেল পরীক্ষার ফলাফল ততদিনে আসুক বা না আসুক, আসা পর্যন্ত, এই ম্যাচে নেইমারের খেলার সম্ভাবনা খুব কম বলেই মনে হচ্ছে আপাতত। বিশ্বকাপের আগে আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, আগামী ৫ জুন যে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ মিশর। অনেক দিনের অনেক কৌতূহল, আগ্রহ, টানাপোড়েন ও অনিশ্চয়তার পর ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পান নেইমার। দেশের সফলতম গোলস্কোরারকে ফিরে পেয়ে আনন্দের জোয়ার

বয়ে যায় ব্রাজিলজুড়ে। তবে সেখানেই আবার শঙ্কার কালা ছায়া পড়েছে। জাতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার আগে অবশ্য এই শঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছিলেন নেইমার। মঙ্গলবার সান্তোসের কোপা সুদারামেরিকানার ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল চোট সমস্যা নিয়ে। তিনি পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন, ''সমস্যা? কীসের সমস্যা!'' কিন্তু পরদিনই তা সত্যি প্রমাণ হলো। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ছাপিয়ে এখন মূল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে নেইমারের অনুপস্থিতিই। মঙ্গলবার রাতে কোপা লিবের্তাদোরেসের ম্যাচে পুরো সময় মাঠে থাকা রাইট ব্যাক দানিলোও অনুপস্থিত ছিলেন প্রথম দিনের অনুশীলনে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে খেলার জন্য পানামার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে থাকবেন না গাব্রিয়েল মাগালাইস, মার্কিনিয়োস ও গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। আগামী ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করবে ব্রাজিল। 'সি' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও হাইতি। এই মাসের শুরুতে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র নাম ও খ্যাতি দিয়ে নেইমারের জায়গা নিশ্চিত হবে না। কোচ এটাও বলেছিলেন যে, নেইমার কোনো বিশেষ সুবিধা পাবেন না এবং দলে তার জায়গা আবেগের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং কঠোরভাবে ফিটনেস ও ফর্মের ওপর নির্ভর করবে। আপাতত, ব্রাজিল ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে- দলের সবচেয়ে বড় ও আলোচিত তারকা এবারের বিশ্বকাপে আলো ছড়ানোর জন্য তৈরি কি না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com